

Visvakosha Press.

শ্রীরামচন্দ্র রায়।

রামচন্দ্র-গীতাবলী।

(প্রথম খণ্ড)

সংগোপ্য দোষনিকরং সুবিকাশয়ন্তি
সম্মানবাঃ পরগুণং রচনাশ্রিতন্ত।
গৃহ্নন্তু মে গুণকণং পরিবর্জ্জ্য দোষং
ত্যক্ত্বা যথা সলিলমেব পয়স্ত হংসাঃ॥

শ্রীরামচন্দ্র রায় প্রণীত।

কলিকাতা।
৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
"বিশ্বকোষ প্রেস"
এ, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সাংসারিক বা বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু মানবজীবনে এরূপ অনেক বিরক্তিজনক সময় প্রায়ই সমুপস্থিত হইয়া থাকে, যৎকালে মানবমাত্রকেই স্ব স্ব চিত্তপ্রসাধনার্থ কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সঙ্গীতালোচনা তন্মধ্যে একটি। ইহা দ্বারা উক্ত কার্য্য ত সম্পন্ন হয়ই, অধিকন্তু, উহা ঈশ্বরের প্রতি ন্যস্ত হইলে বিশুদ্ধ শান্তির উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের এই মত কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু আমি উহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। তজ্জন্য, আমি আমার সাময়িক হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রযুক্ত কতকগুলি দেবদেবী-বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছি; সেইগুলি অস্মদ্দেশ-প্রচলিত রাগ-রাগিণীসংঘটিত তানলয়সংযোগে গান করিয়া সেই বিরক্তিজনক সময়ে চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিয়া থাকি। বস্তুতঃ উহা সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিবার বাসনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছিল না। কারণ, আমি কবি নই যে, রচনা-পারিপাট্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের মনোরঞ্জন করিয়া জন-সমাজে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিব। তবে কেবল, সাহিত্যানুরাগী বন্ধুপ্রবর স্নেহভাজন বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে ভূরি ভূরি ত্রুটি বা দোষ পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু সাধুমাত্রেই গুণগ্রাহী, আশা করি, তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিবেন। হেলায় শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করা হৃদয়বান্ হিন্দুমাত্রেরই স্বভাব-সম্ভূত ধর্ম্ম, ইহাই একমাত্র ভরসা। এক্ষণে মৎকৃত "গীতাবলী" খানি সাধারণের প্রীতিনেত্রে পতিত হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

ইতি শকাব্দা ১৮২৪ তাং—১০ই আষাঢ়
মনোহরপুরগড়, জেলা মেদিনীপুর।
পোঃ দাঁতন।

শ্রীরামচন্দ্র রায়।

উৎসর্গ-গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কেন শ্র কান্ত চরণ, না করিয়ে আ রা ধন,
হ'লে ক্ত বিষয়েতে, ধরাতে করি ন নন।
বির ক্ত ভাব পরিহরি, ভাবিলে হৃদে শ্রী হরি,
ভব বা রি যেতে তরি, দিবেন তরী না রা য়ণ ॥
যত বৃ ঝাই অনুক্ষণ, ত্যজ কুকার্য্য সা নন,
না শু ন সে নিবারণ, বল একি আ চ রণ—
দিন গে ল মাতি মদে, না ভজি উপে ন্দ্র পদে,
সুরে ক্র তরেন বিপদে, হ'য়ে যে পদ প রা য়ণ ॥
ঘাত দিয়েছে কত, কামাদি হৃদ য় গত,
অনা নাথে হও রত, যিনি রিপু নি কৃ ন্তন,—
সাধ পদ পঙ্কজে, একান্তে সত ত ভজে,
নিত্য থেতে বিরাজে, যোগাসনে যো গী জন ॥
উদ্ভ স্থিতি সংহার, করিতে ক্ষম তা যাঁর,
সে ব বিনে কে আর, ছেদিবে ভব ব ন্ধন,—
কার ধু রিপু ধ্যান, ক্ষুদ্র হয় ব লী য়ান,
তিনি ম যোগ জ্ঞান, জপ তপস্যা সা ধন ॥
ও প পাবার লাগি, শঙ্কর সম্প দ ত্যাগী
সম হরেন জাগি, স্মরিয়ে অন্ত কে ঘন,—
নাহি নাথের অন্ত, ত্রিলোকে লীলা অ নন্ত,
অন্ত ভয় করেন অন্ত, যে স্মরে সম স্ত মন ॥
সত্ব সাধ যতনে, শমন লাঙ্ঘি ধনে,
হেরি রুণা নয়নে, করিবেন তাপ রণ,—
শ্রীরা কহে ত্রিসত্য, ও পদে তুচ্ছ ন্দ্রত্ব,
গোকু শ নামে মত্ত, হও ত্যজি বি ধন ॥

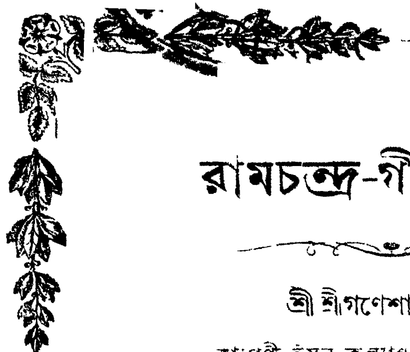
সূচী।

সূচী।

নাম

স্থচী।

নাম		পৃষ্ঠাঙ্ক।
কিবা শোভিছে কৈলাসশিখরে	...	১১১
কুপথে ভ্রমণ ত্যজি ওরে মন	...	৪০
কুঞ্জকাননে আনন্দিত মনে ...	...	৭৭
কুঞ্জে ঝুলে রাধা সহ শ্যাম ...	...	৮৩
কুঞ্জ ভবনে রাধারমণ ...	...	৮৪
কুঞ্জ কাননে আজি কি শোভা	...	৮৫
কৃষ্ণনাম অবিরত জপ রে ...	...	৩৯
কে রমণী দোলে শ্বেত-শতদলে	...	৬
কে রণে নীরদবরণী ...	...	২৯
কে রমণী উলঙ্গিনী ...	...	৩১
কে বামা বিহরে সমরে ...	...	৩২
কেমনে দুর্ম্মতি জীবে ...	...	৪২
কে তারিবে দুর্দ্দিনে ...	...	৪৯
কেশব কুরু করুণা বিতরণ ...	...	৫১
কেহ যেও না জলে ...	...	৭৬
কেমনে পাঠা'ব গিরি ...	...	৯৫
কেমন স্থখেতে ছিলে ...	...	১০১
কোথা কাত্যায়নী কলুষহারিণী	...	১৩
কোথা ওহে কৃপাসিন্ধু ...	...	৩৮
কোথা আছ হে নারায়ণ ...	...	৩৯
কোথা হরি ভয়হারী ...	...	৪২
খেলিছে হোলী মদনমোহন ...	...	৭৪
গমন কর গিরীশ গিরিশপুরে	...	৯০
গোবিন্দ গোপাল গোকুলবিহারী	...	৫৭



রামচন্দ্র-গীতাবলী।

শ্রী শ্রীগণেশায় নমঃ।

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল তেওরা।

জয় বিনায়ক, বিঘ্ন-বিনাশক,
হে গণনায়ক, গুণাধার !
মূষিক-বাহন, গজেন্দ্র-বদন,
পার্ব্বতী-নন্দন, নির্ব্বিকার !!
বাল-প্রভাকর— অঙ্গ মনোহর
পৃথুল-জঠর ! হে তোমার,—
খর্ব্ব-কলেবর, দ্বীপিচর্ম্মাম্বর,
চারু চারি কর, কি বাহার !!
বেদাদি পুরাণে মহিমা বাখানে,
তব সম জ্ঞানে কেবা আর,—
অমরপ্রধান, তব পূজা ধ্যান
সর্ব্বাগ্রে বিধান, সুপ্রচার।
রামচন্দ্র অতি কুকর্ম্ম কুমতি,
নিবার সম্প্রতি বিঘ্নভার,
সিদ্ধিদাতা নাম ধর কৃপাধাম,
সিদ্ধ কর কাম হে আমার ॥১

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ত্বং নমামি বিঘ্নেশ্বর !
বিঘ্নহর !
গিরিজানন্দন-সর্ব্বমূলাধার !
প্রকাশে বেদ পুরাণ, তুমি দেবের প্রধান,
সর্ব্বাগ্রে পূজাবিধান, হে তোমার।
একদন্ত দ্বীপাম্বর, জপে রত নিরন্তর,
কুঞ্জরাস্য লম্বোদর, গুণাধার।
করি কৃপা নিজ গুণে, এ রামচন্দ্র নির্গুণে,
চরণতরী প্রদানে, ভবে তার ॥২

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল চৌতাল।

নমোনম গজানন !
আদিব্রহ্ম নিরঞ্জন সনাতন,
অমরপ্রধান পার্ব্বতী-নন্দন।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর, আজানুলম্বিত কর,
বিঘ্নেশ্বর ! বিঘ্ন কর বিনাশন।
অপার মহিমা তব, তব তত্ত্ব কি বর্ণিব,
তোমাতে আশ্রিত দেব ! জীবগণ ;
রামচন্দ্র মূঢ়মতি, না জানে স্তুতি ভকতি,
কৃপা করি দাও সম্প্রতি শ্রীচরণ ॥৩

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল আড়া।

নমো নম নারায়ণি, শ্বেত-সরোজবাসিনি।
অজ্ঞান ঘোর তিমিরে জ্ঞানরশ্মি-প্রদায়িনি॥
কুন্দেন্দুহিমবরণি, শ্বেতাম্বরা বীণাপাণি।
শ্বেতহারবিভূষিণি, কবিকণ্ঠ-বিহারিণি॥
বেদমাতা বাগ্‌বাদিনি, বিশ্বতত্ত্বনিরূপিণি।
সারদা বরদায়িনি, অচ্যুতচিত্ততোষিণি॥
প্রদানে জ্ঞানতরণী, কবে ভবার্ণবে বাণি।
তারিবে রামে জননি ভাবি তাই দিবাযামিনী॥৪

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

ভবে নিস্তার নারায়ণি! শ্বেতাম্বুজনিবাসিনি।
অজ্ঞান ঘোর তিমিরে হইয়ে পতিত,
দৃষ্টিশক্তিহীন হ'য়ে সতত চিন্তিত,
দীনে জ্ঞানাঞ্জন, কর বিতরণ
ও মা মূঢ়তানাশিনি, জীবের জ্ঞান-প্রদায়িনি।
ভজন পূজনহীন, রাম অভাজন,
নিজ গুণে কৃপা করি, কর বিমোচন,
শ্বেতাম্বরধরা, সর্ব্বসারাৎসারা,
ও মা বীণাযন্ত্রবিনাদিনি, কেশবমোহিনি॥৫

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল তেওরা।

প্রণমামি বাণি, দেবি বীণাপাণি,
সরস্বতি জ্ঞান-দায়িনি।
তুষারবরণা, হারবিভূষণা,
সুলোচনা পিকবাহিনি॥
শ্বেতাম্বরপরা, অজ্ঞানান্ধহরা,
লেখনী-পুস্তকধারিণি।
চরণে নূপুর, বাজিছে মধুর,
সিতপদ্মবনবাসিনি।
ওমা সারাৎসারা, সর্ব্বমূলাধারা,
ভয়হরা বিষ্ণুমোহিনি।
ধ্যায় অনুক্ষণ, তোমার চরণ,
দেবগণ দিবাযামিনী॥
ত্বৎপদ আরাধি, বাল্মীকাদি সুধী,
মূক-জড়ভাবনাশিনি।
তুমি বাম যারে, কে আদরে তারে,
এ সংসারে, দুঃখহারিণি॥
নাহি জানি তব, ভজন কি স্তব,
কিসে লভি পদ তারিণি।
রামচন্দ্রের প্রতি, করুণা সম্প্রতি,
কুরু কবিচিত্ত-তোষিণি॥৬

———

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

নারায়ণি বীণাপাণি ত্বং বাণী বরদায়িনী মা !
কেশবমোহিনি।
মা শ্বেতবরণি সরোজবাসিনি গো জননি,
অমরবন্দিনি ॥
শ্বেতাম্বরা সর্ব্বসারাৎসারা বেদমাতা ব্রহ্মময়ি,
অজ্ঞাননাশিনি জ্ঞানপ্রদায়িনি তমোহারিণি।
ভজন-পূজনহীন অকিঞ্চন রামচন্দ্রে দেহি এ দীনে
কৃপাবলোকনে ভবাব্ধিতরণে জ্ঞানতরণী ॥৭

রাগিণী সুরট-মল্লার—তাল আড়া।

নমস্তে সারদে গো মা, জ্ঞানস্বরূপিণি।
বীণাযন্ত্রবিনাদিনি, শ্বেতাব্জবাসিনি ॥
ওমা কুন্দেন্দুবরণি, অজ্ঞানতমোনাশিনি।
জ্ঞানাঞ্জনপ্রদায়িনি, বেদপ্রসবিনি ॥
আগমে পুরাণে সার, তব মহিমা অপার,
তুমি সর্ব্বমূলাধার, ভবাব্ধিতরণী ;
ব্রহ্মাচ্যুত পঞ্চানন, ইন্দ্র আদি দেবগণ,—
ধ্যান করে অনুক্ষণ, ত্বৎপদ দুখানি।
কর বঞ্চনা যাহারে, কেহ না আদরে তারে,
জনম তার সংসারে,— বিফল জননি !
রামচন্দ্র সদাশ্রিত, কর মা কটাক্ষপাত,
অজ্ঞান তিমিরে ভীত, কাঁপিছে পরাণি ।৮

রাগিণী পরজ-বাহার—তাল ঠুংরী

কে রমণী দোলে, শ্বেতশতদলে, রজতবরণী মৃদুহাসে।
মুখ নিশাকর, নিন্দি মনোহর, রতন মুকুট শিরে ভাসে ॥
ফুল্ল সরসীরুহ, ফুল্ল মহীরুহ, পরিহরি মধু-আশে,
অন্তরে আকুল, গুঞ্জরি অলিকুল, ভ্রমিছে চরণাম্বুজপাশে,
হেরি রাম আনন্দনীরে ভাসে ॥৯

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল একতালা।

রতন আসনে কিবা ইন্দিরা বিরাজে রে,
শ্রীকান্তমোহিনী বাণী অপরূপ সাজে রে।
রমা আমার রমানাথের হৃদয়বিলাসিনী,
ভারতী আমার হরির কণ্ঠনিবাসিনী রে।
বিরাজে পূর্ণিমাশশী রমার বদনে,
কোটীশশী পড়ে দেখ বাণীর চরণে রে ॥
জলধিনন্দিনী ভবদুঃখ-নিবারিণী,
বাণী জগতের জ্ঞান-মোক্ষপ্রদায়িনী রে।
কমলার কমলগন্ধে উড়ে মধুকরে,
তা ত নয় আমার বাণীর চরণ পাবার তরে রে ॥
কমলা ভারতী দোহে অভেদশরীর,
বলে রাম সমপ্রীতি উভয়ে হরির রে ॥১০

শ্রীশ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ধামার।

ওমা সুরধুনি! দেখা দে মা আমারে,
করুণাময়ি! করুণা কর এ দীন পামরে,
তোমা বই, কেউ নাই, আমার এ বিশ্বমাঝারে।
মা মা ব'লে অবিরত কত ডাকি তোরে,
মা হ'য়ে কেমনে আছ কঠিন অন্তরে,
কালবারিণি! ভীত মা কালভয়ে,
যেন কাল পেয়ে কালে না ধরে তব কুমারে।
পাপানলে জ্ব'লে মরি আকুল জীবন,
জুড়াই কেমনে বিনে তোমার জীবন;
কর উপায় উপায়বিহীনে মা।
বল পতিতপাবনী বিনে কে পতিতে নিস্তারে।
শুনেছি পুরাণে তব মহিমা অপার,
শত যোজনান্তে নাম যে লয় তোমার,
কর নিস্তার নিস্তারকারিণি মা!
ল'য়ে অভয় কোলেতে সেই পাতকী জনারে।
ভজনপূজনহীন অতি অভাজন.
করি নাই ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু উপার্জ্জন,
যদি স্বগুণে নির্গুণে না তারিবে,
তবে নিতান্ত ডুবিবে রাম এ ভব-পাথারে॥১১

রাগিণী ভৈরবী—তাল তিওট।

ও মা সুরধুনি পতিতপাবনি,
জহ্নুতনয়ে ভবারাধ্যধন।
বিষ্ণুপাদোদ্ভবে, অবতীর্ণা এ ভবে,
কলিকলুষ করিতে নাশন॥
তব পবিত্রবারি, দুরিত-তাপহারী,
আগম পুরাণে আছে লিখন,—
শত যোজনান্তরে, যে জন তোমায় স্মরে
সকল পাপে হয় সে বিমোচন।
যে জন তব জলে, মাতর্গঙ্গে ব'লে,—
অন্তিমে করে দেহ বিসর্জ্জন,—
সে জন পাপী হ'লে, তারেও মা লহ কোলে,
আর না করে জঠরে গমন।
ধন্য তরু বিহঙ্গ, পশু কীট পতঙ্গ,
ত্বৎতীরে করে যারা বিচরণ,—
তোমা বিহীন দেশে, নরপতি হ'লে সে,
তাদেরও তুল্য নহে কদাচন।
তব তত্ত্ব কে পারে, জগতে বুঝিবারে,—
মানবদেহ করিয়ে ধারণ,
রামচন্দ্রের কবে, বাসনা পূরাইবে,
স্বগুণে করি কৃপা বিতরণ॥১২

শ্রীশ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

রাগিণী আলাহিয়া—তাল তেওরা।

প্রণমামি দেব দিবাকর।
কশ্যপনন্দন, পদ্মিনীরঞ্জন,
বন্দে ভুবননিকর।
ছায়াপতি জবাকুসুমসঙ্কাশ,
সহস্রকিরণ জগতপ্রকাশ,
সপ্তাশ্ববাহন, বিভুবিকর্ত্তন.
পরিধান রক্তাম্বর।
তব অপ্রকাশে পদার্থনিচয়,
নিদ্রামগ্ন হ'য়ে জড়প্রায় রয়,
তোমার কৃপায়, নবপ্রাণ পায়,
হয় স্বকার্য্যে তৎপর।
তুমি পদ্মযোনি করহ সৃজন,
তুমি নারায়ণ করহ পালন,
তুমি মৃত্যুঞ্জয়, তোমাতে প্রলয়,
তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।
রামচন্দ্রের জ্ঞানপদ্ম মুকুলিত,
করুণা প্রকাশি কর উন্মীলিত,
অতি হীনমতি, না জানে ভকতি.
ওহে সর্ব্বগুণাকর॥ ১৩

রাগিণী আলাহিয়া—তাল ঝাঁপতাল।

করুণা কর দীনজনে হে দেব দিবাকর।
শরণাগত চরণে তব এ অধম কিঙ্কর॥
হে বিভু নিখিলপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
করে তোমারে সদা নতি, সুরাসুর নাগ নর।
এক চক্রের স্যন্দন, তুরগ সর্পে বন্ধন,
সারথি শূন্য চরণ, তাহে মার্গ শূন্য'পর ;—
তবু নিখিল ভুবন; দিনেকে কর ভ্রমণ,
তব কার্য্য অতুলন, শুনিতে আশ্চর্য্যকর।
পাপ তাপ ব্যাধিহারী, তমঃপুঞ্জ-দূরকারী,
অনন্ত মূরতিধারী. ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচর ;—
ওহে ভুবন-প্রকাশী, পরশি তব তেজরাশি,
যতেক জগতবাসী হয় প্রফুল্ল অন্তর।
তব করে নব নব, ফল পুষ্প শস্য সব,
করিছে ধরা প্রসব, অবিরত, হে ভাস্কর ;—
সৃজন পালন লয় তোমাতে সকলই হয়,
তুমি প্রভু জ্যোতির্ম্ময় ত্রিমূর্ত্তি ত্রিগুণধর।
তুমি দেব ছায়াধব, হরি কমলবান্ধব,
অদিতি-গর্ভ-সম্ভব, সহস্রাংশু রক্তাম্বর ;—
রামচন্দ্রের নিবেদন, স্বগুণে দেব বিকর্ত্তন,
দুরিত কর বারণ, অশেষ কল্যাণকর।১৪

শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল সুরফাক্তা।

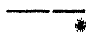
হে শিবশঙ্কর! শশাঙ্কশেখর!
দীনে করুণাকর, দেব দিগম্বর।
জয় ত্রিপুরারি, শ্মশান-বিহারী,
জটাজূটধারী সর্ব্ব গুণাকর।
ওহে বৃষভাসন! ভূতি বিভূষণ,
দর্পক শাসন, যোগীশ্বর;—
এ রাম সন্তানে, চরণ প্রদানে,
যেন হে নিদানে, গঙ্গাধরধর।১৫

রাগিণী যোগিআ—তাল তেওরা।

শিব শম্ভু শশাঙ্কশেখর।
হে ভূতভাবন, পতিতপাবন,
পাপতাপহারী, শ্মশানবিহারী,
আশুতোষ ভোলা দেব দিগম্বর।
গিরিশ গিরীশ ত্রিপুর-শাসন, জটাভস্মধারী ভুজঙ্গ-ভূষণ,
মৃত্যুঞ্জয় হর, ঈশ স্মরহর,
ত্রিলোচন ব্যোমকেশ গঙ্গাধর।
যোগীজন মনোহারী মহাদেব, নীলকণ্ঠ পশুপতি বামদেব,
সর্ব্বগুণাকর, ঈশান শঙ্কর,
রামে রাখ বৃষধ্বজ মহেশ্বর॥১৬

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল ঝাঁপতাল।

কাতরে করুণা কর, হে শিবশঙ্কর।
শরণাগত শ্রীপদে কিঙ্কর।
জয় গঙ্গাধর, শশধর-ধর,
প্রভু প্রমথেশ গুণাকর ;
ওহে হর স্মরহর, উমা-হৃদি-সরোজ-ভাস্কর।
। ত্রিলোচন বিপদমোচন, হে বৃষভাসন ত্রিপুরশাসন,
জয় আশুতোষ শূলকর,
উমাকান্ত অন্ধকান্ত, রামের অপরাধ ক্ষমা কর ॥১৭



রাগিণী ঝিঝিট-খাম্বাজ—তাল আড়া।

বিশ্বভয়হর হর, হর শোকতাপ হর,
নির্ব্বিকার নিরাকার।
মন্মথ-মথনকারী, নীলকণ্ঠ ত্রিপুরারি,
জয় মৃত্যুঞ্জয়কারী, আশুতোষ দিগম্বর।
শিব শম্ভু শূলপাণি, পঞ্চাস্য ভূষণফণী,
ভালে বহ্নি নিশামণি, সুরধুনী শিরোধর,
ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ, উমাকান্ত ত্রিলোচন,
খট্টাঙ্গ করে ধারণ, খলান্তক বিশ্বেশ্বর।
ঈশান বাস শ্মশানে, ভৈরব বেতাল সনে,
রাম নাম গুণ গানে, নিমগন নিরন্তর।
কৃপা করি নিজ গুণে, রামচন্দ্র দীনহীনে,
চরণতরী প্রদানে, ভব-জলধি নিস্তার ॥ ১৮

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কোথা কাত্যায়নী, কলুষহারিণী,
কালিকে করালবদনী।
কুরু কৃপাদীনে, কাতর সন্তানে,
কৌশিকী কপালমালিনী।
কৃতাঞ্জলি হয়ে ডাকি মা তোমায়,
কষ্টেতে পড়িয়ে কাঁপিতেছে কায়,
কর সদুপায় ;—
ওঁমা কুলকুণ্ডলিনী, কৃপাণধারিণী,
কৈলাসকূটনিবাসিনী।
ক’র না কপট কাঙ্গালের প্রতি,
করুণা কটাক্ষে হের মা সম্প্রতি,
করি কাকুতি,—
ওমা কুশলকারিণী, কৈবল্য-দায়িনী,
কৃপণতা কেন জননী।
কাঁদে রামচন্দ্র অকৃতি কুমার,
কৃপাময়ী কৃপা না দেখি তোমার,
কি হবে আমার ;—
ওমা কামারি-কামিনী, কৃতান্তবারিণী,
কিঙ্করে নিস্তার তারিণী ॥১৯

— —

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

নিবেদি মা ভবরাণী!
পুরাণে শুনেছি দুর্গে তুমি দুর্গতিনাশিনী।
যে জন তব চরণ ভাবে একমনে,
থাকে কি তাহার ভয় দুরন্ত শমনে,
অসীম তব মহিমা, কেহ নারে দিতে সীমা,
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য তব জানেন গো শূলপাণি।
ভবে এসে নারায়ণী! ভাবিত অন্তরে,
মায়াবশে মত্ত মন ধৈরজ না ধরে,
দেখো দেখো দক্ষসুতে, রেখো এ অধম সুতে,
তোমা বিনে এ জগতে রামে কে তারে জননী ॥২০

রাগিণী বিভাষ—তাল রূপক।

জয়দে কালিকে, জগন্তি পালিকে,
যোগীন্দ্রজায়া জয়া, যশোদাবালিকে।
জীবনস্বরূপিণী, জন্মজ্বালাবারিণী,
জগতপ্রসবিনী, জগদম্বে অম্বিকে।
যোগরূপা যোগিনী, জগত-নিস্তারিণী,
যোগেশ্বরী যাদবী, যোগি-মনোহারিণী;—
যোগাত্মা যোগমায়া, যশোদা যোগপ্রিয়া,
জ্যোতীরূপা অভয়া, জয়শ্রীপ্রদায়িকে।
যাতায়াত-যাতনা, জীবনেতে সহে না,
জননী গো আমারে, যেন আর দিও না,
জপ স্তুতি তোমার, জানে কি হীন ছার,
জঘন্য রামে তার, জয়ন্তি কপালিকে ॥২১

রাগিণী টোড়ীভৈরবী—তাল আড় খেম্‌টা।

কাতরে কর মা করুণা বিতরণ।
কতকাল ভবকারায় করিব কালহরণ।
কালী কৈলাসবাসিনী, কালকণ্ঠ-বিলাসিনী,
কলি কলুষনাশিনী, কর ক্লেশ নিবারণ।
করি কষ্টে কালপাত, করিয়ে কটাক্ষপাত,
করমা দুঃখ নিপাত, রামে দেহি শ্রীচরণ ॥২২

রাগিণী ঝিঁঝিটী খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

ত্রাহি মা অপর্ণে, অধম প্রপন্নে,
গিরিরাজ-কন্যে, দয়াময়ী শিবে।
নাহি জানি তন্ত্র, স্তব জপ মন্ত্র,
নাহি জানি যন্ত্র, উপায় কি হবে।
না জানি মা ব্রত, সন্ধ্যা যোগ ধ্যান,
না লই পুরাণ, বেদের সন্ধান,
নাহি মা আমার, শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞান,
দুঃখেতে পড়েছি আসিয়ে এ ভবে।
করিনে কখন তীর্থ দরশন,
অমর-বাঞ্ছিত ও পদবন্দন,
করিনে তোমার ভজন পূজন,
ভাসি মা নিয়ত এ সংসারার্ণবে।
কুসঙ্গে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত সতত,
কুলাচারহীন কদাচার রত,
অজ্ঞান রামের ওমা জগন্মাতঃ
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকাহি ভবে ॥২৩

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল লোফা ।

কাতরে করুণা কর তারিণী ।
ওমা অকূলের কূলদায়িনী ।
শিবে ভবভয়-নিবারিণী ॥
তুমি জগদ্ধাত্রী, মোক্ষপদ-দাত্রী,
তুমি জীব-শক্তি-সঞ্চারিণী ;
গিরিবালিকে কালিকে,
(কাল-দর্পহরা)
শুম্ভ-বিনাশিনী, শম্ভু-বিলাসিনী,
কৈলাসবাসিনী, অট্টহাসিনী,
কুলকুণ্ডলিনী, নৃমুণ্ড-মালিনী,
শশাঙ্কভালিনী, সুরপালিনী,
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিতাপহারিণী,
শ্মশানচারিণী, বিশ্ববন্দিনী,
ভীষণভাষিণী, দনুজত্রাসিনী,
কৃপাণপাশিনী, দক্ষনন্দিনী,
রাখ বিপদে সম্পদে,
(তারা দুঃখহরা)
রামে, সৃজনলয়কারিণী ॥২৪

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়খেম্‌টা

নমস্তে শর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
শশাঙ্ক-ভালিনী, জগতপালিনী।
নগেশনন্দিনী, সুরেশবন্দিনী,
যোগেশমোহিনী, মৃগেশবাহিনী।
দৈত্যসংহারিণী, নরকবারিণী,
ত্রিতাপহারিণী, ত্রিলোকতারিণী,—
সুচারুহাসিনী, মহিষনাশিনী,
শমনত্রাসিনী, কৈলাসবাসিনী।
দুর্গে দাক্ষায়নী, তারা ত্রিনয়নী,
কালী কাত্যায়নী, উমা নারায়ণী,—
চারুচন্দ্রাননী, শিবে পঞ্চাননী,
রামে দাও জননী, চরণ দুখানি ॥ ২৫ ॥

রাগিণী ইমন্ বিভাষ—তাল আড়খেম্‌টা।

দুঃখহরা ভবদারা ভবানী ভয়হারিণী।
কুলকুণ্ডলিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, ত্রিদশপালিনী, সঙ্কটবারিণী
এই মিনতি আমার হৃদয়-আসনে,—
সদা যেন পাই শ্রীরাধিকা সনে,
নটবরবেশে সে পীতবসনে,
পূরাও বাসনা ত্রিগুণধারিণী।
নয়ন মুদে যখন করিব স্মরণ,
দেখ্‌তে পাই যেন যুগল চরণ,
তব পদে রাম লইল শরণ,
কর সদুপায় উপায়কারিণী ॥ ২৬ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেম্‌টা।

নমস্তে শরণ্যে, শিবে দক্ষকন্যে,
উমে অসামান্যে, হের মা! নয়নে।
জয়া জগদ্ধাত্রী, মুক্তিপদদাত্রী,
জীব-অধিষ্ঠাত্রী, তুমি মা! ভুবনে।
মহারণ্যে, রণে, প্রান্তরে, বন্ধনে,
অনলে, অচলে, নরেন্দ্র-ভবনে,
বিপদসঙ্কুলে, অতল অকূলে,—
রাখ সিংহ ব্যাঘ্র গজেন্দ্রবদনে।
ডাকে মা তোমারে কাতর-অন্তরে,
নিস্তারকারিণী এ ভব-সাগরে,—
শ্রীরাম দুর্ম্মতি, সচিন্তিত মতি,
তার তারা পদতরী বিতরণে ॥ ২৭ ॥

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

কবে মা আসিবে নাশিবে ভবভয়।
পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে সদা ব্যাকুল হৃদয় ॥
তব পদ করি আশা, এ ভব-সাগরে আসা,
কর'না আর নিরাশা, দিনে দিনে দিনক্ষয়।
অকূল এ পারাবার, নাহি তরী পারাবার,
তাই ডাকি বারম্বার, হও না নিদয় ;—
রামচন্দ্র ভেবে সারা, সতত নয়নে ধারা,
ওমা তারা ভবদারা, দাও পদতরী আশ্রয় ॥ ২৮ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

সর্ব্ব-মনোহরা শিবে শুম্ভহারিণী।
সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলে শুভে সঙ্কটবারিণী॥
শিশু-সুধাংশুভালিনী, সুশীলে শিরোমালিনী,
সকল সুরপালিনী, সিতশৈলবিহারিণী।
সঁপিলে শরীর শ্যামা তব শ্রীপদে,
শরণাগত সন্তানে রাখ বিপদে —
সেই সাহসে শঙ্করী, শমনে শঙ্কা না করি,
সঙ্কটে করুণা করি, সহায় হও রামে তারিণী॥ ২৯॥

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

আমি অধম অকৃতি, করিতে আমায় নিষ্কৃতি,
ক'রনা বঞ্চনা ভবরাণী।
স্বগুণে হও সদয়, অন্তিমে হ'য়ে উদয়,
বিতর মা চরণ দুখানি।
ওমা আছে বেদের বচন, দুর্গতি হয় বিমোচন,—
দুর্গানাম করিলে স্মরণ;—
দিলে চিত তব পায়, অনায়াসে মুক্তি পায়,
পরশিতে নারে দণ্ডপাণি।
আমি ভক্তিশূন্য অভাজন, হীন-ভজন-পূজন,
কিসে হব গতির ভাজন;—
রামচন্দ্র নিরুপায়, তাই গতির উপায়,
কর গো মা না হ'য়ে পাষাণী॥ ৩০॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

আছি আমি আশাপথ-আশে অনুক্ষণ।
আসিবে অন্নদা কবে, আমায় করিতে বিমোচন॥
অম্ব অচলনন্দিনী, অমরগণবন্দিনী,
আশুতোষ-সীমন্তিনী, আশু দুঃখ কর বারণ।
অচ্যুত-অনুজা অসামান্যা অভয়া,
অপর্ণা অপরাজিতা আদ্যা অজয়া;—
অসুরবলনাশিনী, অসীম অঘহারিণী,
অকূলের কূলদায়িনী, অন্তকভয় কর হরণ।
অনন্তরূপিণী তোমার অন্ত কে জানে,
অম্বিকে অশিবহরা আগমে বাখানে;—
অন্তরে চিন্তিত অতি, অধর্ম্ম অকর্ম্ম মতি,
অকৃতি রামের প্রতি. অনুকূলা হও মা এখন ॥৩১॥

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল আড়া।

হৃদয় কমলোপরি বিরাজ মা ভবদারা।
নৃমুণ্ডমালিনী শিবে দিগম্বরী ভয়ঙ্করা॥
শম্ভু-বক্ষো-বিলাসিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী,
ত্রিজগত-প্রসবিনী, প্রলয়কারিণী তারা।
ওমা অসিতবরণী, অসিধরা ত্রিনয়নী,
প্রচণ্ড-চণ্ডদলনী, রবিসুতভয়হরা।
কে বুঝে মা তব মায়া, আদ্যাশক্তি মহামায়া,
রামে দেহি পদছায়া, উমে সর্ব্বসারাৎসারা ॥৩২॥

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়খেম্‌টা।

মা ভবানী ভবভাবিনী।
মহাকাল-ঘরণী, কালভয়বারিণী,
কালী কপালিনী; রণরঙ্গিনী।
ওমা নিশুম্ভঘাতিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী,
নৃমুণ্ডমালিনী, শম্ভু-হৃদিবাসিনী মা,—
তুমি মা অভয়া মায়াস্বরূপিণী.
মায়াতে মোহিত কর জগৎ প্রাণী,
তব মায়া কেবা বুঝিবে তারিণী,
কিঞ্চিন্মাত্র জানেন শূলপাণি।
ওমা হিমাদ্রিনন্দিনী, ত্রিলোক-প্রতিপালিনী,
জগজ্জনপ্রসবিনী, লয়কারিণী মা ;—
তুমি ভবের গতি মুক্তিপ্রদায়িনী,
ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
রামচন্দ্র ভাবে দিবস-যামিনী,
কবে দিবে দাসে চরণ দুখানি ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

হৃদয়মন্দিরে তারা কবে মা আসিবে।
দয়াময়ী দয়া করি দুঃখ বিনাশিবে॥
আশাপথ নিরীক্ষণ, ক'রে আছি অনুক্ষণ,
করি করুণা ঈক্ষণ, তনয়ে তুষিবে।
সদা রামচন্দ্রের চিত, ভবভয়ে সঙ্কুচিত,
কর যা হয় উচিত, ইচ্ছাময়ী শিবে ॥ ৩৪ ॥

রাগিণী হাম্বির—তাল আড়া।

দয়াময়ী কতদিনে দয়া প্রকাশিবে দীনে।
দিও না দিও না দুঃখ দিনগত দিনে দিনে॥
দক্ষসুতা দাক্ষায়নী, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী,
দুর্গে দুরিতবারিণী, দেহি পদ জ্ঞানহীনে।
দুরন্ত বাদী ছ'জনা,—দেহে নাহি শুনে মানা,
দিতেছে সদা যাতনা, দিবানিশি ভাবি মনে,—
দুস্তর ভবসাগর, দেখি কাঁপে কলেবর,
দিয়ে পদতরী তার, দাস রামেরে দুর্দ্দিনে॥ ৩৫॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।

পড়িয়ে বিপদ ঘোরে, কাতরে ডাকি মা তোরে,
দেহি দাসে শ্রীচরণ।
কালগত কালাগত, কিসে করি নিবারণ।
তব নাম ল'য়ে ভবে, যদি ডুবি ভবার্ণবে,
তবে বল কেবা লবে, অভয় পদে শরণ।
ভমে তোমায় নারি চিন্তে, তুমি মা ভবের অচিন্ত্যে,
সতত হৃদয়ে চিন্তে, কিসে পাই নিস্তারণ।
ও মা! মহাকালকান্তে, বসিয়া সদা একান্তে,
দিন হরি মা কাঁ'ন্তে কাঁ'ন্তে, নহে শোকসম্বরণ।
তব তত্ত্বে রিপুকুল, আমায় হ'য়ে প্রতিকূল,
মায়াতে করে আকুল, তন্নাম হই বিস্মরণ।
কে জানে মা! তব তত্ত্ব, তুমি রজ তম সত্ত্ব,
রামে দেহি জ্ঞানতত্ত্ব, করি কৃপা বিতরণ॥৩৬॥

রাগিণী বেহাগ—তাল সুরফাক্তা।

তারিণী ত্রিনয়নী তমনিবারিণী।
তপনতনয় তাপেতে তনয়,
তাপিত-তনু তারা ত্রিতাপহারিণী।
তাপস জনগণে, তৃপ্ত কর স্বগুণে,
তপ্ত তপনীয় তড়িতবরণী,—
ত্রিপুরাসুন্দরী, ত্রিলোক-ঈশ্বরী,
তোষ তৃষিতে ত্বরা, ত্রিগুণধারিণী।
তন্ত্র তদন্তহীনে, তত্ত্ব তব কি জানে,
তবাঙ্ঘ্রি-ভবতোয়-তরণে তরণী ;—
তরঙ্গ তুফানে, ত্রাহি তপোহীনে,
তনুজ রাম দীনে, ত্রিলোকতারিণী ॥৬৭॥

রাগিণী মূলতান—তাল কওয়ালী।

দুর্গে দুঃখহরা ভবভয়হারিণী।
অধম সন্তান সদা ভজন-পূজন-হীন,
ভবাব্ধিতরঙ্গে নিস্তার তারিণী।
আসিয়ে এ মর্ত্ত্যে কুতত্ত্বে মজে মন,
বিষয়ে প্রমত্ত কুমার্গেতে ভ্রমণ,
ভব পারাবার, কিসে হব পার,—
বিনে মা ভবানী, তবাঙ্ঘ্রি তরণী।
তোমার মহিমা আগমে বাখানে,
শমন দমন তন্নামস্মরণে,
যদি স্বকৃপায়, রামে রাখ পায়,
কৃতান্ত-কিঙ্করে কি করে জননী ॥৬৮॥

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

ভবে তার তারিণী, তাপহারিণী,
পাপবারিণী কালিকে।
শিবে মুণ্ডমালিনী, বহ্নিভালিনী,
চন্দ্রমৌলিনী চণ্ডিকে॥
ওমা! দক্ষনন্দিনী, দেববন্দিনী,
সৃজন স্থিতি-লয়-কারিকে,
দুর্গে দুর্গতিবিনাশিনী, কৈলাসবাসিনী,
গৌরী গিরিরাজ-বালিকে।
কৃপাণপাণি, শিবানী, শূলপাণি—
হৃদয়বাসিনী অম্বিকে,—
বিশ্বনাথকামিনী, ভামিনী, গজ-
গামিনী, ভয়হারিকে।
ওমা যোগরূপিণী, লোকব্যাপিনী,
অমরনরনাগপালিকে,—
দেহি জননী, পদতরী, করুণা বিতরি,
এ দীন রামে শিবারাধিকে ॥৩৯॥

রাগিণী পিলু—তাল যৎ।

এই কৃপা কৃপাময়ী কর দীনজনে।—
সদা মতি থাকে যেন তব অভয়চরণে।
অতুল সম্পদে কিম্বা অসীমবিপদে,
আত্মীয়-মিলনে কিম্বা বন্ধু-অদর্শনে।
মনের আনন্দে কিম্বা থাকে নিরানন্দে,
নীরোগে অথবা রাম রোগের পীড়নে॥৪০

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কাজ কি অতুল সম্পদে ?
তারা সঁপিলাম সর্ব্বস্ব তোমার শ্রীপদে ।
করুণা বিতরি ওমা শবাসনা,
বিরাজ হৃদয়ে পূরাও বাসনা.
যেন সর্ব্বক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
যুগল আঁখি মুদে।
ভব-কারাগারে, এসে বারে বারে,
মোহপাশে হ'তেছি বন্ধন,
অজ্ঞানান্ধকারে, নারি দেখিবারে,
কিসে করি সুপথে গমন ;—
দেহে বাদী হ'য়ে রিপু ছয়জনা,
করিছে আমায় অশেষ লাঞ্ছনা,
কর সদুপায়, ভিক্ষা তব পায়,
দিন যায় কেঁদে কেঁদে।
দোষ ক্ষমা করি, ওমা ক্ষেমঙ্করী,
কর জ্ঞান-বল বিতরণ,
ছেদি মোহপাশ, পেয়ে অবকাশ,
পুণ্যধন করি উপার্জ্জন ;—
কৃতান্ত-কিঙ্করে আসিয়ে যখন,
করদায়ে কর করিবে বন্ধন,
রামচন্দ্র রায়, সে ধন দিয়ে তায়,
ত্রাণ পাবে বিপদে। ৪১ ॥

সুরটমল্লার—তাল ঢিমাতেতালা।

তারিণী, ভবরোগে ব্যথিত-জীবন, করি কি এখন,—
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসনাবাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞানবল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন।
বিষয়-কুপথ্য যত, আহার করি সতত,
ক্রমশঃ রোগবর্দ্ধিত, বিকারলক্ষণ,—
আশারূপ পিপাসায়, অস্থির করিছে আমায়,
বুঝি এ বিষম দায়, নাহি বিমোচন।
মোহ-তন্দ্রা প্রতিক্ষণ, প্রলাপ কু-আলাপন,
মায়ারূপ ভ্রম ভীষণ, করি দরশন ;—
তন্নাম অরুচিকর, জীবন রাখা দুষ্কর,
বুঝি মা কালকিঙ্কর, করে আক্রমণ।
যদি দোষ ক্ষমা করি, এ সময়ে ক্ষেমঙ্করী,
তব কৃপা-ধন্বন্তরি, কর মা প্রেরণ ;—
তবে রাম মূঢ়মতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি,
অনায়াসে করে গতি শান্তি-নিকেতন॥ ৪২॥

রাগিণী বারোঞা—তাল ঠুংরী।

তারা এই কি পরিণাম ?
না পূরিল মনঃসাধ ল'য়ে তব নাম।
তুমি পাষাণ-তনয়া, কঠিন তোমার হিয়া,
পরিহরি দয়া-মায়া, সুতে হ'লে বাম।
দিনে দিনে গত দিন, রবিসুতগণে দিন,
রামচন্দ্র তনুক্ষীণ, ভাবি অবিরাম॥ ৪৩॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল একতালা।

আমার অবোধ মন-বিহঙ্গ।
সংসারকাননে, ভ্রম কি কারণে,
কামাদি-পক্ষিণী সঙ্গ।
ব্যাধ-বেশধারী দুরন্ত শমন,
অলক্ষেতে সদা করিছে ভ্রমণ,
পেয়ে অবসর, হ'য়ে অগ্রসর,
করবে জীবনাশা ভঙ্গ।
আর মায়া-মোহে হ'ওনা মোহিত,
থাকিতে সময় কর রে বিহিত,
মুখে দুর্গানাম, বল অবিরাম,
ত্যজি কুকথা-প্রসঙ্গ ;—
বিষয়-তরুর পরিহরি আশা,
লহ তারা-পদ-পল্লবেতে বাসা,
খেয়ে পাপ-ফল, হারা'ও না বল,
বাড়িবে ক্রমে আতঙ্ক।
পুণ্যক্ষেত্রে গিয়ে করি অন্বেষণ,
ভক্ষ মোক্ষফল জুড়াবে জীবন,
প্রবৃত্তি-জীবন, পানে অনুক্ষণ,
তাপিত ক'রও না অঙ্গ ;—
তারা-নামামৃত সদা কর পান,
হবে সুশীতল, পাবে দিব্য জ্ঞান,
রামচন্দ্র কয়, যায় রে সময়,
বাড়াও না অন্তরঙ্গ ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়া।

আমার মন-কুরঙ্গ বিষয়-কাননে।
ভ্রমিছ কেন প্রবৃত্তি কুরঙ্গীর সনে।
দেখ না আশা পিপাসায়, ফেলে মায়া-মরীচিকায়,
ঘুরাইছে সদা তোমায়, ভ্রান্ত কি কারণে।
নিষাদ-বেশেতে কাল, পাতিয়ে জঞ্জাল জাল,
জ্বালিয়া কলুষানল, র'য়েছে গোপনে ;—
নিয়তি-শ্বান ভীষণ, মেলি করাল বদন,
করিছে অনুসরণ, এড়াবে কেমনে; —
কামাদি-শ্বাপদগণ, করিতেছে বিচরণ,
কালে করি আক্রমণ, বধিবে জীবনে ;
রাম কয় করি বিনয়, যদি চাও হ'তে নির্ভয়,
অবিলম্বে লও আশ্রয়, শ্রীদুর্গাচরণে। ৪৫ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

এসে সংসার-বিদেশে।
আর কত ভ্রমিব তারা, সদা বিদেশীর বেশে।
ঘোর অজ্ঞান-আঁধারে, সুপথ না পাই দেখিবারে,
যা'ব বল কি প্রকারে, সাধুসঙ্গ পান্থাবাসে।
প্রেমালোক-নির্ব্বাপণ, পরশি পাপ-সমীরণ,
নিবিড় মায়া-কানন, ভাবি আকুল হতাশে।
কামাদি-হিংস্রকগণ, করিতেছে বিচরণ,
শম-দম-প্রহরণ, বিনে নিবারিব কিসে।
এ জনমে পুণ্যধন, না হইল উপার্জ্জন,
যায় রামের জীবন, এই কি হ'ল অবশেষে॥৪৬

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

তারা নাম কর মন ভজন।
অনিত্য আলাপে কিবা আছে প্রয়োজন।
যে ভাবে ঐ তারাপদ, থাকে কি আর তার আপদ,
অন্তকালে মোক্ষপদ, পায় সেইজন।
স্ববশে আনি রসনা, পূর্ণ কর স্ববাসনা,
রামের দোষ শবাসনা, করিবেন মার্জ্জন ॥ ৪৭

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়খেম্‌টা।

কে রণে নীরদবরণী।
করে অসি ধরা, পদে কাঁপে ধরা,
না যায় প্রাণ ধরা, শুনে ঘোর ধ্বনি।
ভীষণ ভৈরব রব, শুনে সৈন্যসব শব,
কে রবে এ রবে, মম কাঁপে পরাণি,—
নরশির বামকরে শোভা করে,
ঘন অট্টহাসি অধরে না ধরে,
ভ্রূকুটী কটাক্ষশরে প্রাণ হরে.
বিহরে হরে বামা একাকিনী।
কে করে তারে বারণ, করে নিশি দিবা রণ,
সুধাপানে অনুক্ষণ, উন্মত্ত ধনী,—
যদি কর বাসনা বাঁচিতে চিতে,
শরণ লহ বামার চরণে ত্বরিতে,
রামচন্দ্র বলে কে পারে নাশিতে,
সামান্যা রমণী নহে, দৈত্যমণি। ৪৮ ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কার রূপসী ষোড়শী, এল এলোকেশে,
রণবেশে ;—
অর্দ্ধশশী ভালদেশে, নাচে আসব-আবেশে,
সবে ত্রাসে ;—
হ'য়ে অধৈর্য্যমতি, পদে কম্পিত বসুমতী,
বামায় হেরি দিগ্‌বাসে।
কটীতে আঁটা নৃকর, নরশিরে শোভে কর,
গলে নৃমুণ্ডনিকর-হার দুলিছে ;—
না জানি কার বনিতে, অবতীর্ণা অবনীতে,
অসিত তনু শোণিতে, মরি কি শোভিছে,—
ঘন ঘন অট্টহাসে নাশে দনুজদল,
অন্তরে ফেলায় কারে প্রলয়-নিশ্বাসে।
অসিতে নাশিছে কারে, কারে নাশে করে,
ভয়ঙ্করা হেরি ভয়ে কাঁপে অমরে,
বেতাল ভৈরব রবে, বল না কে প্রাণে রবে,
শরণ লইব গিয়ে কাহার গোচরে,
রামচন্দ্র হেরি ভয়ে, ভাবে দনুজ রায়ে,
ত্রাস নাশ শ্যামায় চরণ সকাশে। ৪৯ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

সবে হের কে রমণী, শ্যামা ষোড়শী ত্রিনয়নী,
সকল দনুজ সৈন্য শবসম শুনে ধ্বনি।
শিরে শিশুসুধাকরে শ্রবণে শব শোভা করে,
সুশাণিত অসি করে, সরোষে ভ্রমে উলঙ্গিনী।
সমরে বামা নহে শ্রান্ত, সংহার করে অবিশ্রান্ত,
শোণিতে বহাইছে স্রোত, শত্রুসেনারে জ্ঞান ;
সাদরে রামচন্দ্র বলে, শরণ লও শুম্ভ সবলে,
স্থান দিবেন পদকমলে, শম্ভু-হৃদয়বাসিনী।৫০॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

কে রমণী উলঙ্গিনী, রূপে ভুবনমোহিনী,
অবতীর্ণা অবনীতে, অসি-খট্বাঙ্গপাশিনী।
অর্দ্ধসুধাকর ভালে, নরশির শোভে গলে,
নিতম্বে নৃকর দোলে, লোলজিহ্বা ত্রিনয়নী।
করে রণ দিবানিশি, ভয়ঙ্করা মুক্তকেশী,
শঙ্কিত ত্রিপুরবাসী, কম্পিত পদে ধরণী ;—
ঘনরূপা অট্টহাসে, বিহরে রণ-উল্লাসে,
সতত দনুজ নাশে, ভীমা করালবদনী।
করে ধরি ক্রোধে অতি, সারথি সহ রথরথী,
মাতঙ্গ হয় পদাতি, বদনে ফেলে অমনি ;—
ছাড়িছে হুঙ্কার ঘন, নিবারে তারে কোনজন,
রামচন্দ্রের এ বচন, এ বামা শিবসীমন্তিনী।৫১

রাগিণী ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল আড়া।

কে বামা বিহরে সমরে।
দিগম্বরা দিগম্বরে,
দিতিসুত প্রাণহরে।
অসিত-বরণী ধনী, চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী,
সুবিমল নিশামণি, প্রকাশে রুচি নখরে,
রূপে তমঃ নাশ করে।
ভালে রাজে অর্দ্ধ শশী, বাম করে ধরা অসি,
ঘোররূপা মুক্তকেশী, হাসি না ধরে অধরে,
ত্রাসে দনুজনিকরে।
গলে নরশিরোহার, করিতেছে কি বাহার,
স্কন্ধে বয় রুধির ধার, বেষ্টিত কটী নৃকরে,
নরশির শোভে করে।
বেতাল ভৈরব সঙ্গে, নৃত্য করে নানা রঙ্গে,
কাঁপে বসুধা আতঙ্গে, অবিরত পদভরে,
ধৈরজ নাহিক ধরে।
রামচন্দ্র ভাবে চিতে, বুঝি এ হর-বনিতে,
সুরভয় নিবারিতে, অপরূপ রূপ ধ'রে,
অবতীর্ণা ধরা'পরে ॥৫২॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

রাগিণী বাহার বসন্ত—তাল ঝাঁপতাল।

কনক-রচিতাসনে, ভূষিত নানা ভূষণে,
শ্যামরায় রাধাসনে, বিরাজিত নিকেতনে।
কিবা শোভা মরি মরি, অপরূপ রূপ হেরি,
যুগল রূপমাধুরী, তুলনা নাই ত্রিভুবনে।
শ্যামকান্তি শোভে, জিনি, ইন্দ্রনীলকান্তমণি,
বৃষভানু-সুতা রাধা, তপ্তকাঞ্চন-বরণী,
নবীন নীরদপাশে, যেন চপলা গগনে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাধর, শ্যাম মুনিমনোহর,
ভুবনমোহিনী রাধা, রূপে মোহিত নটবর,
পরিহিত পীতাম্বর, নীলাম্বর সযতনে।
বনমালা শ্যামগলে, ভ্রমে অলি কুতূহলে,
মণিময় কণ্ঠহার, রাধিকা কণ্ঠে উজলে,
অধরে মোহনবাঁশী, মধুর হাসি বদনে॥
রতন চূড়া শ্যামশিরে, কিরণে ঝলমল করে,
দুলিছে বিনোদিনী বেণী, গঞ্জি কালবিষধরে,
তিলক শোভে সিন্দূর, নিন্দি অরুণকিরণে।
বঙ্কিম-নয়নে হরি, করিছে রাধা-মন চুরি,
অঞ্জন-পূরিত-নেত্রে, শ্যামে মোহিছে কিশোরী,
দোঁহার চরণে নূপুর, বাজিছে সুমধুর স্বনে।
রামচন্দ্র অভাজন, সঁপিল পদে দেহ মন,
যুগলরূপে হৃদয়মাঝে, উদয় হ'ও সদা যেমন,
বঞ্চিত ক'রো না দাসে, কৃপাবিন্দু বিতরণে॥৫৩॥

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

প্রণমামি কেশবমিন্দিরাধব-
মসুর-নিকর-বিঘাতনং,
ঘন-নীল-নীরদ-কান্তিমঙ্গদ-
হার-নূপুর-ভূষণং,
ব্রজগোপিকাগণ-চিত্ত-তোষণ-
মম্বুজাননলোচনং,
সুর-মনুজ-মুনিগণ-মানস-রঞ্জন-
মমরভয়চয়বারণং॥
দনুজজাল-হরণ-শশিভাল-
হৃদয়কমলবিকাশনং,
সুরনাথপালনমদ্রিজামনো-
মোহনমঘমোচনং;
বসুদেব-নন্দন-মাধিনাশন-
মচলচক্র-বিধারণং,
ভবজলধিমজ্জন-জীবতারণ-
মগতিরামগতিকারণং॥ ৫৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

দাসে দেখা দাও দৈত্যারি।
দয়া-দৃষ্টি দেহি দীনে দুঃসহ দুঃখ নিবারি।
দনুজদলদলন, দেবদাসত্রখণ্ডন,
দেব দেবকীনন্দন, দৃপ্ত দুষ্ট দর্পহারী।
দীনবন্ধু দামোদর, দুর্গতি রামের হর,
দুরদৃষ্ট দূর কর, দশাস্যদমনকারী॥ ৫৫॥

রাগিণী তোড়ী—তাল একতালা।

শ্রীকান্তচরণ একান্ত চিন্ত মন।
ভব-কারাগার হ'তে যদি চাহ নিষ্ক্রমণ।
অনিত্য তুচ্ছ বিষয়ে, ম'জ না ভোগ-আশয়ে,
জঠরযাতনা স'য়ে, ভবে করি আগমন।
দারা সুত বন্ধুজন,— সুখনীরে নিমজ্জন
হইয়ে, হরিভজন, ভুল না যেমন,—
এ দেহ হইলে শব, সঙ্গে না যাবে এ সব
জেনে কেন রে কেশব,—পদ ভুল এ কেমন।
থাকিতে এ দেহে বল, কর অন্তের সম্বল,
করিছে, জরা প্রবল, ক্রমে আক্রমণ ;—
বৃথালাপ পরিহরি, রসনায় অষ্টপ্রহরি,
বল মুখে হরি হরি, কালভয় হ'বে দমন।
কুকথা ত্যজি শ্রবণ, হরিনাম কর শ্রবণ,
অন্তে বৈকুণ্ঠভবন, করিবে গমন ;—
রে নয়ন! মনোহারী, অপদার্থ না নেহারি,
হের গোকুলবিহারী, সদা শ্রীরাধারমণ।
শুন বলি ওরে কর, হরিনাম জপ কর,
বল কি ধন দিবে কর, আসিলে শমন ;—
রে চরণ! অবিরত, কুমার্গে হ'য়ে বিরত,
তীর্থযাত্রায় হ'য়ে রত, রামে করাও ভ্রমণ॥ ৫৬।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার।

হে পতিতপাবন ! দীনশরণ, দয়াময় !
পাপ-তাপ-বিপদ-বারণ।
হৃদয়-আসন পাতি, জ্বালিয়ে প্রেমের বাতি,
আছি পথ চেয়ে অনুক্ষণ।
দীনে করুণা বিতরি, ব'স নাথ তদুপরি
জনম সফল করি ওহে প্রাণধন !—
অতুলন রূপ তব, দেখাও ভববান্ধব !
জুড়াই এ তাপিত জীবন।
ভক্তি-প্রসূন তুলিয়ে, জ্ঞান-চন্দন মাখা'য়ে,
রেখেছি যত্ন করিয়ে, জগতজীবন !
দিয়ে চরণকমলে, পূজিব হে কুতূহলে,
আসি এবে করহ গ্রহণ।
ভবজ্বালা বারম্বার, সহিতে না পারি আর,
দগ্ধ করে নিরন্তর দেহ-প্রাণ-মন ;—
বারেক কৃপানিধান ! কর যদি কৃপা দান,
রামচন্দ্রের পূরে আকিঞ্চন ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

মাধব মোহন-মুরলীধারী।
মদনমোহন মূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয়-মনোহারী।
মথুরাপতি মুরারি, মধুকাননবিহারী, হে,
মুকুন্দ মাৎসর্য্যবারী, মহীভার-মুক্তকারী।
মুগ্ধ, মানস-সম্পদে, মত্ত রাম মায়ামদে, হে,
মন মজেনা ত্বৎপদে, মধুসূদন ভেবে মরি ॥ ৫৮

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

হরি! এ ভবার্ণবে,
ভাসে দেহ-জীর্ণতরী পাবে কূল কবে।
ষড়রিপু তাহে হ'য়ে কর্ণধার,
ফেলিছে বিপদে ল'য়ে বারম্বার,
সুপথ না ধরি', চালাইছে তরী,
স্ব স্ব ইচ্ছায় সবে।
কু-সঙ্গ হিল্লোল, বাড়িছে প্রবল,
নিরখিয়ে হত বুদ্ধিবল,—
নিরাশা-অনিল, তাহে প্রতিকূল,
করিতেছে তরী টলমল;—
পলকে পলকে প্রলয় নেহারি,
ঝলকে ঝলকে উঠে পাপ-বারি,
কিসে কালবারী! এ বারি নিবারি,
শেষে গতি কি হবে।
অজ্ঞান-অন্ধকারে, ঘেরেছে আমারে,
নাহি দেখিবারে পাই কূল,—
কি করি উপায়, ভেবে নিরুপায়,
হইতেছে সদা প্রাণাকুল;—
প্রসন্ন হইয়ে যদি দয়াময়!
দাও দাসে পদতরী এ সময়,
সেই আশ্রয় করি, রামের দেহতরী,
কূলেতে যায় তবে॥ ৫৯ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়া।

কোথা ওহে কৃপাসিন্ধু! কাতরে ডাকি হে হরি!
কেশব করুণাকর কুঞ্জকাননবিহারী।
কংসকুঞ্জর-কেশরী, কালিন্দী-কূলসঞ্চারী,
কুবলয়-ধ্বংসকারী, কালভয়-কলুষহারী।
কৃষ্ণ কালিয়দমন, কিশোর কমলানন.
কোটি কন্দর্পমোহন, কিরীট-কুণ্ডলধারী।
কৃতান্ত ভয়েতে ক্লান্ত, কি উপায় করি হে কান্ত,
কাঁপে কায় কমলাকান্ত, কামদ কামান্তকারী।
কৌস্তুভমণিভূষণ, কৈতব-কুল-শাসন.
কেশী কেশিনিসূদন, কুরু কৃপা কৈটভারি।
কেহ নাহি রামের আর, করে ভব-সিন্ধুপার,
কর স্বগুণে নিস্তার, কৃপণতা পরিহরি ॥৬০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

ম'জও না মন! এ সংসারে।
অতুল ঐশ্বর্য্য পেয়ে, মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে।
কিছু না যা'বে সহিতে, কিছু না কৈলে স্বহিতে,
কেবল সার হবে সহিতে, যাওয়া আসা বারে বারে।
অনিত্য মানব দেহ, সতত তাহে সন্দেহ,
হরিতত্ত্বে মন দেহ, যোগীজন ভাবেন যাঁরে।
যখন কৃতান্তকিঙ্করে, বাঁধিবে যুগল করে,
বল কি উপায় ক'রে, বারণ করিবে তারে।
করিছে রাম বিনয়, এখনও আছে সময়,
ভজ হরি দয়ামর, যদি যাবে ভবপারে ॥ ৬১ ॥

জয়জয়ন্তী—তাল আড়া।

কৃষ্ণনাম অবিরত জপ রে মন! আমার।
মিছে কাজে মজি' কেন কুপথে কর বিহার।
ত্যজি বিষয়-বাসনা, স্ববশে আনি রসনা,
কর হরি উপাসনা, আসার হ'বে সুসার।
পাইবে পরম গতি, আসিতে হবে না আর ॥
অন্তিমে নীরদবরণ, করিবেন কৃপা বিতরণ,
ভবভয় হবে নিবারণ, ঘুচিবে কাল-অধিকার।
অনায়াসে রামচন্দ্র হ'বে ভবসিন্ধু পার ॥ ৬২ ॥

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল লোফা।

কোথা আছ হে নারায়ণ!
হরি জগত-ভয়-নিবারণ!
অন্তিমকালে সদয় হ'য়ে দিও হে বারেক দরশন,
(ওহে হরি হে)
(দাসের প্রতি নিদয় যেন হ'য়ো না নাথ)
(ওহে দয়াময়)
(বিপদবারণ কালান্ত কালদর্পহারী)
প্রভু দীনতারণ, মধুসূদন গোপীকান্ত রাধারমণ।
দীনশরণ গোলকপতি, পূর্ণব্রহ্ম পতিতপাবন,
(ওহে কৃপাময়)
কৃপণতা ক'রও না এ দাসের প্রতি.
(ওহে দীননাথ)
(ভজন পূজন নাহি জানি আমি)
দিয়ে চরণ-তরী, ভববারি, রামেরে কর উত্তরণ ॥ ৬৩ ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

কুপথে ভ্রমণ, ত্যজি' ওরে মন!
হরি হরি বলনা।
আশু, এ ভবরোগ, হ'বে বিয়োগ;
নামৌষধে তা'কি জান না।
ভক্তি-অনুপান, সহ কর পান,
ঘুচিবে রে সব যাতনা।
লোক-লজ্জাভয় করি পরিহার,
জ্ঞানচক্ষে সদা ও পদ নেহার,
জগতে অসীম মহিমা তাঁহার,
বেদে দিতে নারে তুলনা;—
অনিত্যবিষয়ে মজি সুখাশয়ে,
ভ্রমে যেন তাঁরে ভু'ল না।
দয়াময় হরি পতিতপাবন,
অগতির গতি দরিদ্রের ধন,
তাঁর প্রতি কর আত্মসমর্পণ,
পরিহরি ভবভাবনা;—
অন্তে কৃপা করি, চরণ বিতরি,
পূরাবেন রামের বাসনা॥ ৬৪॥

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

শ্রীকান্ত-পদকমল হৃদে চিন্ত রে মন।
কেন প্রমত্ত হ'য়ে কুপথে কর ভ্রমণ।
মায়াতে হ'য়ে মোহিত, নাহি ভাবি স্ব-হিত,
কেন কর সব অবিহিত, বিধি এ কেমন।
ভ্রমিছ ভবে মিছে কেবল করি আপন আপন,
রজনীযোগে ঘুমে যেমন দেখিছ স্বপন,
দেখ ক্রমশঃ দিন গত, জীবন হ'লে নির্গত,
ধরি ল'বে রামে উপগত হ'য়ে, শমন॥ ৬৫ ॥

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল একতালা।

নয়ন ভ'রে কর দরশন।
হবে অন্তে কৃতান্ত দমন।
ত্রিভঙ্গিমঠামে, ল'য়ে রাধায় বামে,
আছেন দাঁড়া'য়ে মদনমোহন।
আহা মরি মরি! কি রূপমাধুরী!
যুগলরূপে আলো ত্রিভুবন।
যাঁর প্রতি-অঙ্গ, মোহিছে অনঙ্গ,
সদা রাসরসে বিমগন।
নিত্যরূপে যে ধন, লীলার কারণ,
ব্রজে বিরাজিত অনুক্ষণ।
সঁপে যাঁর পদে মন, ব্রজবাসিগণ,
ভবে ধন্য ক'রেছে জীবন।
সুখের দিন এমন, পাবিনে কখন,
ধরায় ক'রে রাম আগমন॥ ৬৬ ॥

রাগিণী লাচাসাগ—তাল ঝাঁপতাল।

কেমনে দুর্ম্মতি-জীবে বোঝে হরি তব লীলা সব।
বোঝাও বিশ্বমাঝারে, সদয় হইয়ে যারে,
সেই পারে বুঝিবারে, হে লীলাময় কেশব!
জ্ঞানালোক দেহ কারে, কারে ঘুরাও পাপ-অন্ধকারে,
কা'রে ফেলাও মায়া-বিকারে, কা'রো নাশ সে সংস্রব।
কা'রো ভবনে উৎসব, কা'রে করাও নিরুৎসব,
তোমার মায়া এ সব, সদা করিছে প্রসব।
সংসারের জীব যত, সকলই তোমায় সংযত,
তব কৃপাতে রাজত্ব, করেন স্বর্গে বাসব।
কৃপাহীন যে চরাচরে, তা'র কি ভক্তি সঞ্চরে,
তাই রাম ভবে বিচরে, পানেতে বিষয়াসব॥ ৬৭ ॥

রাগিণী পূরবীগোরী—তাল কাওয়ালী।

কোথা হরি ভয়হারী হে মুরারি!
আমার প্রাণান্তকালে দেখা দিও বংশীধারী।
উদয় যদুকুলে তুমি বৈকুণ্ঠের ধন,
সতত যোগিগণ করে তোমারে সাধন,
স্মরণে তব নাম ঘুচে ভব-বন্ধন,
না পারে ছুঁইতে মৃত্যু-অধিকারী।
মত্ত বিষয়মদে সদা কমললোচন,
মর্ত্ত্যে কুপথে ভ্রমে মন না শুনে বচন,
নিজগুণে করি অপরাধ বিমোচন,
বিতর রামে পদ গোলোকবিহারী॥ ৬৮ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

হৃদয়-সরোজাসনে বিরাজ বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হ'য়ে বামেতে ল'য়ে প্যারী
নয়ন মুদিয়ে ভাবি অনুক্ষণ,
যুগলরূপ তব না পাই দর্শন,
আমি অভাজন না জানি ভজন,
ক'রো না বঞ্চিত মুরারি।
তুমি হে শ্রীহরি পতিতপাবন,
পতিত পতিত কর উদ্ধরণ,
হে দীনশরণ, বিপদবারণ,
ভকতজন-মনোহারী।
তোমার বিহনে ওহে দয়াময়,
কে আছে আমার লইব আশ্রয়,
রাম অতিশয়, চিন্তিত-হৃদয়,
ভয় হর ভবভয়হারী ॥ ৬৯ ॥

রাগিণী আড়ানাবাগীশ্বরী—তাল আড়া।

কাটিয়ে ভক্তিশৃঙ্খল আমার মন বারণ।
কামাদি-করিণী সনে করিতেছে বিচরণ।
মত্ত হ'য়ে মায়ামদে, পতিত কুসঙ্গ-হ্রদে,
দলিছে জ্ঞান-পদ্ম পদে, না মানিয়ে নিবারণ।
কুরস-পঙ্কিল-পয়ে, বিষয়-মৃণালাশয়ে,
পাপ-পঙ্কে মগ্ন হ'য়ে, আবদ্ধ চরণ ;—
হৃষীকেশ তোমা বিনে, উপায় আর দেখিনে,
রামের মন-বারণে, তার দিয়ে শ্রীচরণ ॥ ৭০ ॥

রাগিণী ললিতভৈরোঁ—তাল কাওয়ালী।

এই ক'রো নীরদবরণ।
আমার প্রাণান্তকালে যেন হেরি শ্রীচরণ।
ওহে ব্রহ্মাণ্ডের পতি বিশ্বমূলাধার,
ওহে ভবকর্ণধার, ওহে করুণা-আধার,
ওহে প্রভু বিশ্বেশ্বর যোগীশ-হৃদয়েশ্বর,
(তুমি) পদ্মনাভ মুরহর, পতিত-তারণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, ভকত-আরতি-হারী,
লীলাময় তব লীলা বোঝে কোনজন ;—
ওহে শ্রীমধুসূদন, রামের এই নিবেদন,
(যেন) তব নাম কদাচন না হয় বিস্মরণ। ৭১।

রাগিণী মঙ্গলবিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি অনন্ত বলরাম, শ্রীরাম পরশুরাম,
দয়াময় দনুজদর্পহারী।
তুমি বিরিঞ্চি মহেশ্বর, পরাৎপর পরমেশ্বর,
বরাহ বামন নরহরি।
তুমি যজ্ঞ, তুমি ধ্যান, তুমি পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান,
আত্মরূপী নিখিল-সংসারে ;—
আদি অনাদি চিন্ময়, মীন কূর্ম্ম জ্যোতির্ম্ময়,
সর্ব্বব্যাপী গোবর্দ্ধনধারী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, অতল সুতল তল,
মোক্ষফল না মাগে তোমারে ;—
ওহে পতিতপাবন. চাহে না রাম অন্য ধন,
কেবল স্থান দিও চরণে মুরারি। ৭২ ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ্বর, জনার্দ্দন মুরহর,
জগৎপতি জ্যোতির্ম্ময় জপাদি যজ্ঞেশ্বর।
যদুকুলোদ্ভবশ্রেষ্ঠ, যবনারি জগদিষ্ট,
জন-তারণ জগদ্‌বন্ধু, যারে তুমি হও তুষ্ট,
যায় দূরে দুরদৃষ্ট, জননী-জঠর-কষ্ট,
জগতিতলে তা'র ইষ্ট, যতনে পুরাও যোগেশ্বর।
জীবন-ঔষধি তুমি জগতজন আরাধ্য,
যম-যাতনা দূরকারী, জানিবে জীবে কিবা সাধ্য,—
জীবনেতে যুক্ত সদা জীবেতে থাক আত্ম-রূপে,
জীবন্মুক্ত কর তাকে, জপে যে তোমায় ঘোরতাপে,
জঘন্য রামচন্দ্র অতি, জানে না তোমার জপস্তুতি,
জগতে তরে যদুপতি, যদি করুণা বিতর। ৭৩ ॥

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল একতালা।

একবার বদন ভ'রে হরিনাম কর রে কীর্ত্তন।
অনিত্য এ পাপদেহে থাকিতে চেতন।
যে ডাকে একান্তমনে, অন্তিমে রাধারমণে,
(তার) দুরন্ত শমন, হয় রে দমন, ঘুচে যায় জ্বালাতন।
অসার এই সংসার, হরিনাম মাত্র সার,
(এই) ভব-পারাবার, আশু পারাবার, কারণ নীলরতন।
দারাসুত পরিজন কেবল সুখের ভাজন,
(কর) আপন আপন, বৃথা আলাপন, মায়া খেলার মতন।
রাম বলে রে স্বহিতে, কিবা করিছ মহীতে,
(এখন) হরিনাম কেবল, পথের সম্বল, লও করিয়ে যতন ॥৭৪॥

রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল একতালা।

হরি হরি বল মুখে বৃথা চিন্তা ত্যজি রে মন।
বিপদভঞ্জন মধুসূদন ক'র্‌বেন কৃপা রাধারমণ।
কাঙ্গালের ধন গোলোকপতি, অগতিজনার গতি,
(ও নাম লইলে বিপদ রবে না রে)
(তিনি অনাথের নাথ দীনশরণ)
ঐ চরণে রাখ মতি, ছোঁবে না দুরন্ত শমন।
ভবজ্বালা দূরে যা'বে, অন্তে মোক্ষপদ পা'বে,
(হরি পার করিবেন ভববাবি)
(দাসে চরণতরী-প্রদানে)
আর না করিতে হবে রামেরে সংসারে ভ্রমণ। ৭৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিটী—তাল ঢিমাতেতালা।

ওরে মন আমার, যদি যাবে ভবসিন্ধু পার।
ভাব জগততারণ, ভবার্ণবের কর্ণধার।
যে ভাবে হরির পদ, হয় সেই নিরাপদ,
অন্তে পায় মোক্ষপদ, গোষ্পদ তার এ সংসার।
স্ববশে আনি রসনা, হরি-রসেতে রসনা,
সদা কুরসবাসনা, করি পরিহার ;—
ভাবি হৃদে যে চরণ, মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিলোচন,
আর দেখ পদ্মাসন, করিলেন সৃষ্টিপ্রচার।
গেল গেল কাল গেল, কাল পেয়ে কাল এল,
যদি কালে দিবে ফাঁকি স্মর অনিবার ;—
রামচন্দ্র বলে কেঁদে, কেন আছরে বিষাদে,
সাধ পূরাও রে তাঁরে সেধে, ঘুচিবে ভ্রম-অন্ধকার। ৭৬

রাগিণী ঝিঁঝিটীখাম্বাজ—তাল একতালা।

মন মজ কেন মায়ারঙ্গে।
আপন আপন, করি আলাপন,
ভ্রমিছ নিয়ত বৃথা প্রসঙ্গে।
সম্পদ ঐশ্বর্য্য আনন্দ উৎসব,
যত দেখ ভবে অনিত্য এ সব,
প'ড়ে রবে, যবে দেহ হ'বে শব,
(তোমার) সে সময় কিছু যাবে না সঙ্গে।
সতত অস্থির জীবের জীবন,
শতদল-দলে যেন রে জীবন,
না ভজিয়ে সেই পতিতপাবন,
(পুনঃ) রামে কি ফেলা'বি ভবাব্ধিতরঙ্গে। ৭৭

রাগিণী আলাহিয়া—তাল একতালা।

মন কেন আছ হ'য়ে ভ্রান্ত।
মুখে অবিরাম, কর হরিনাম,
দিবেন পদে স্থান কমলাকান্ত।
যে কার্য্যের তরে আসিলে সংসার,
সে কার্য্যের কিছু হ'লনা সুসার,
কেবল মাত্র ভ্রম হইয়ে সংসার,
পাপভার ব'য়ে হ'তেছ ক্লান্ত।
গুরুদত্ত মন্ত্র হ'য়ে বিস্মরণ,
বৃথালাপে দিন করিছ হরণ,
রামচন্দ্র বলে একি আচরণ,
জান না কি অন্তে আছে কৃতান্ত। ৭৮

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

হে দুঃখ-নিবারণ।

পতিতপাবন, জগত-জীবন,
অগতির গতি, নিখিলকারণ।
তোমার কৌশল অতি চমৎকার,
তব লীলা ভবে বুঝে সাধ্য কার,
তুমি নির্ব্বিকার, নিত্য-নিরাকার,
সাকারেতে কর ভূভার-হরণ।
ত্রিজগত মাঝে আছে যত প্রাণী,
তোমা ছাড়া কেহ নহে চক্রপাণি,
তব তত্ত্ব কিছু জানেন শূলপাণি,
ওহে বারিদবরণ ;—
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব,
ভক্তরক্ষা হেতু ভবেতে সম্ভব,
তোমাতে কেশব, স্থিতি লয় সব,
রামচন্দ্র লয় চরণে শরণ। ৭৯ ॥

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল ঢিমাতেতালা।

(হরি হে) এই মনে বাসনা কেবল।
বাসনা-ফলদ আসি করহ সফল।
ব'স হৃদয়-আসনে, প্রেম-সলিল-সেচনে,
ধোয়াইব সযতনে, চরণকমল।
ভক্তিকুসুমে মাধব, সাজাইব অঙ্গ তব,
রামের দুঃখ যা'বে সব, ভকতবৎসল। ৮০ ॥

রাগিণী অহংখাম্বাজ—তাল একতালা।

একবার দেখা দাও মুরারি, সুদর্শনধারী,
যতুপতি রমাকান্ত !
ও হে, গোলোকবিহারী, ভবভয়হারী,
নারায়ণ নরকান্ত।
তুমি, নিত্য-নিরঞ্জন, ত্রিলোক-রঞ্জন,
নিবার অন্তে কৃতান্ত,
কোথায়, কমললোচন, (ওহে হরি)
(ওহে ভবার্ণবের কর্ণধার)
(আমার, তোমা বিনে কেহ নাই হে)
ক'র বিমোচন, হবে যবে জীবনান্ত।
তোমায়, স্মরিলে সঙ্কটে, আসে না নিকটে,
বিপদ, জানি একান্ত ;—
ত্বরায়, পতিতপাবন, (ওহে হরি)
(দাসে নিজগুণে কৃপা করি)
(এখন শ্রীচরণ-বিতরণে)
জগতজীবন, কর রামের ভয়ান্ত ॥ ৮১ ॥

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল চিমাতেতালা॥

কে তারিবে দুর্দ্দিনে, বল হরি তোমা বিনে।
দয়াময় দীনবন্ধু দয়া না করিলে দীনে।
দিনে দিনে পাপানল, জ্বলিছে অতি প্রবল,
কর নাথ সুশীতল, কৃপাবারি-বরিষণে।
রামচন্দ্র ভীত অতি, নাহি গতির সঙ্গতি,
না তারিলে যতুপতি, আর ত উপায় দেখিনে ॥৮২ ॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া

হে হরি কমলাকান্ত, কে জানে তোমার অন্ত,
তুমি সর্ব্বমূলাধার।
ভূভার হরিতে নাথ ধর নানা অবতার।
সত্যে হিরণ্যকশিপু, অমরগণের রিপু,
ধরিয়ে নৃসিংহবপু, হরিলে জীবন তার,
প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদেরে দিলে রাজ্য অধিকার।
ত্রেতায় রামরূপ ধরি, অভয়পদ বিতরি,
স্বর্ণ কৈলে কাষ্ঠতরী, আর অহল্যা উদ্ধার,
বিনাশিলে লঙ্কেশ্বরে বাঁধি জলধি অপার।
কৃষ্ণরূপে দ্বাপরেতে, কংসভয় নিবারিতে,
জন্মি দেবকীগর্ভেতে, ব্রজে করিলে বিহার,
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে নাশিলে ধরণীভার।
কলি অন্তে কালবরণ, কল্কীরূপ করিয়ে ধারণ,
নাশি ম্লেচ্ছ-পাতকিগণ, করিবে সত্যপ্রচার;
রামচন্দ্রে নিস্তারিতে, যেন নাহি হয় ভার ॥ ৮৩ ॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরী।

নমো নমো নারায়ণ।
নরসিংহ নরোত্তম হে নন্দ-নন্দন।
নব-নীরদবরণ, নীল-নলিন-নয়ন,
নটবর নিরঞ্জন, নরকসূদন।
নির্ব্বিকার নিরাকার, নিত্য নিকুঞ্জবিহার,
নাশ রামের পাপভার, নরকবারণ ॥ ৮৪ ॥

রাগিণী মঙ্গলবিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

কেশব! কুরু করুণাবিতরণ।
হে মুকুন্দ-মুরারি, গোকুল-বিহারী,
রাধিকা-হৃদয়রঞ্জন।
ওহে যদুপতি, অগতির গতি,
ভকত-মনোহরণ ;—
কৃষ্ণ দয়াময়, দীনহীনাশ্রয়,
(অনাথের নাথ তুমি)
(ভবের আরাধ্য ধন)
শ্রীনাথ দুঃখবারণ।
নিত্য নিরঞ্জন, ব্রহ্মসনাতন,
পতিতজনতারণ ;—
রাম শিশুমতি, না জানে ভকতি,
(নিজগুণে কৃপা কর)
(ভরসা তব শ্রীপদ)
অন্তে দিও শ্রীচরণ ॥ ৮৫ ॥

রাগিণী গৌড়সারঙ্গ—তাল ধামার।

যদি হে হরি না তার তবে—
কে আছে আর তারিবে এই ভবে।
হে দীনশরণ, পতিত-পাবন,
নিরুপায়, উপায় বল কিবা হবে।
রামচন্দ্র-চিত, সতত চিন্তিত,
বার বার জঠরজ্বালা কত সবে ॥ ৮৬ ॥

রাগিণী কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল একতালা।

হরিনাম বল বদনে।
সুপবিত্র হবে জীবনে।
হরিনামের বলে, জীব অন্তে চলে—
অনায়াসে মোক্ষভবনে,
তার থাকে না ভয় শমনে।
যে নাম অনুক্ষণ, স্মরি পদ্মাসন,
সদা বসিয়ে যোগাসনে,
করেন জীবসৃষ্টি যতনে।
হরিনামে মতি, রাখি শচীপতি,
ক্ষম স্বর্গরাজ্য শাসনে,
সুখে অমরগণ সনে।
হরিনামের লাগি, হর সর্ব্বত্যাগী,
থাকি শ্মশানে হৃষ্টমনে,
যে নাম জপেন পঞ্চবদনে।
ধ্রুব হরিনাম, ল'য়ে অবিরাম,
ব'সে নিবিড় মধুবনে,—
পেল পদ্মপলাশলোচনে।
হরিনামের গুণে, প্রহ্লাদ আগুনে,
ত'রে গেল সিন্ধু-জীবনে,
বিষপানে গিরিপতনে।
রামচন্দ্র বলে, ভুল না সকলে,
যেন অন্তে পতিতপাবনে,
যদি স্থান পাবে ঐ চরণে ॥ ৮৭ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

জন্ম ল'য়ে জগতেতে জপিলে না জনার্দ্দনে,
যম-যন্ত্রণাতে বল জয়ী হইবে কেমনে।
জান না কৃতান্ত এসে, জাগিছে শিয়রদেশে,
যা'বে ল'য়ে ধরি' শেষে, জীর্ণদেহে আক্রমণে।
জীবের জীবন অনিত্য, জীবনবিম্বের মত,
যায় দিন রে নিয়ত, জগদীশবিস্মরণে ;—
জপ জগত-সম্পদ, যোগীজনারাধ্য পদ,
যা'বে রামের বিপদ, যত দিন রবে ভুবনে ॥ ৮৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা যৎ।

বারে বারে জানাইব মনের বেদনা কত।
জান তুমি অন্তর্য্যামী অন্তরের দুঃখ যত।
একেত আমি দুর্ব্বল, তাহে প্রকৃতি প্রবল,
সতত প্রকাশি বল, কুমার্গে করিছে রত।
পাপভার সদা ব'য়ে, কত রব ক্লান্ত হ'য়ে,
কবে ত্রাণ করিবে ভয়ে, দিনে দিনে দিন গত ॥
দেহ-শত্রু পদে পদে, ফেলিছে আমায় বিপদে,
ভরসা তব শ্রীপদে, কর যা হয় ইচ্ছামত।
তুমি হে দীনবান্ধব, নিস্তার পাতকী সব,
সেই আশায় ভবধব, র'য়েছি আমি নিয়ত।
ওহে প্রভু গুণাধার, তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
তোমা বিনে বল কার হইব শরণাগত।
রামচন্দ্র হ'ল ক্ষীণ, হ'য়ে উপায়বিহীন,
ভেবে ভেবে অনুদিন, জীবন হয় ওষ্ঠাগত ॥ ৮৯ ॥

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল ঝাঁপতাল।

করহে করুণাময়! করুণা নিদানে!

শরণাগত শ্রীপদে—

বঞ্চিত ক'র না যেন অধম সন্তানে।

ভবধব! মহিমা তব, জগতে বাখানে,

তুমিই গতি, ত্রিলোকপতি, লিখিত পুরাণে।

প্রাণধন! দেহ-জীবন, সঁপি তব স্থানে,

নিরন্তর, মন-চকোর, আছে রূপধ্যানে।

দয়াময়! হ'য়ে উদয়, প্রেম-সুধাদানে,

সাধ পূর্ণ কর হে তূর্ণ, ব্যাকুল-পরাণে।

তোমা বিনে, কে তারে দীনে, এ ভব-তুফানে।

নাশ ভয়, হ'য়ে সদয়, চরণপ্রদানে।

গুণধাম, নির্গুণ রাম, ভজন না জানে,

তাই ডাকে, ঘোর বিপাকে, নিস্তার অজ্ঞানে॥ ৯০ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেম্‌টা।

বিপদে সম্পদে রাখ হে শ্রীপতি।

দিও পদ কৃপা করি এ দীন-তনয় প্রতি।

ভব নামে হে মাধব, মৃত্যুঞ্জয়ী উমাধব,

তুমি অনাথবান্ধব, জগত-কারণ,—

ভবে ধন্য সেই জন, তোমাতে যার প্রীতি।

তোমা বিনে এ বসুধায়, কেহ নাই যে আমায় সুধায়,

কেবল তোমার নাম-সুধায়, সদা আকিঞ্চন ;—

অকিঞ্চন রামচন্দ্রে, ভু'লনা হে সম্প্রতি॥ ৯১ ॥

রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল একতালা।

হরি হরি বল রে ভাই! ত্যজিয়ে অনিত্য খেলা।
ভবসিন্ধুর অতলজলে হরিনামে বাঁধ ভেলা।
হরিরূপ-দরশনে, হরির গুণ-কথনে,
হরিনাম-আলাপনে মিছে কেন কর হেলা।
যেতে সেই হরির দ্বারে, বিপদে ত্রাণ করিবারে,
দিবানিশি ডাক তাঁরে, ছাড়িয়ে কুসঙ্গ-মেলা।
দীন রামচন্দ্র বলে, কোন দিন তোমারে বলে,
লইবে কাল-কবলে, অবসান হ'লে বেলা॥ ৯২॥

রাগিণী পিলু—তাল আড়া।

ভুবনমোহনরূপ দেখিতে তোমার।
ব্যাকুল নিয়ত প্রাণ হ'তেছে নাথ আমার।
ওহে প্রভু অন্তর্য্যামী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামী,
কি জানাব বল আমি, তোমায় অধিক যে আর।
পা'ব ব'লে তোমা ধনে, বাসনা করিয়ে মনে,
একাকী ব'সে নির্জ্জনে ডাকি বারম্বার।
কখন প্রান্তরে গিয়ে, নাহি পাই অন্বেষিয়ে,
ফিরি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কেবল করি হাহাকার।
তোমা বিনে এ জীবন, কেমনে করি ধারণ,
নিরখি ভবভবন, সদা অন্ধকার।
রামচন্দ্রের দুঃখানল, জ্বলিছে অতি প্রবল,
বরষিয়ে শান্তিজল, নিবাও সর্ব্বগুণাধার॥ ৯৩॥

রাগিণী পাহাড়িয়া-খাম্বাজ—তাল লোফা।

বল হরি হরি, সব পরিহরি,
নিয়ত ওরে মূঢ় মন।
পাবে মোক্ষধাম, রাখ পরিণাম,
কালভয় হবে রে দমন।
আপন আপন, ত্যজ আলাপন,
এ সব নিশার স্বপন।
রিপু ছয় জন, হরে আয়ুধন,
তথাপি নহ সচেতন।
হরিনাম শর, যোজিয়ে সত্বর,
রসনা-ধনুকে এখন।
স্ববীর্য্য প্রকাশ, শত্রুরে বিনাশ,
বিলম্বে নাহি প্রয়োজন।
হরে কৃষ্ণ হরে, আনন্দে কহ রে,
ত্যজিয়ে অনিত্য কথন।
ভব-পারাবারে, রামে তরিবারে,
দিবেন তরী নারায়ণ ॥ ৯৪ ॥

রাগিণী কলিঙ্গড়া—তাল আড়খেমটা।

এত জ্বালা দিবে এনে জানিব কেমনে।
সহে না সহে না আর এ পাপ-জীবনে।
কখন ভয়ে কম্পিত, কখন রোগে পীড়িত,
কভু ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত, কভু বা স্বজনে।
শুনেছি তোমায় আরাধি, ঘুচে জীবের ভবব্যাধি,
রাম কিসে অপরাধী, তোমার চরণে ॥ ৯৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল টিমাকাওয়ালী।

গোবিন্দ গোপাল গোকুলবিহারী।
গোলোকভূষণ, গর্ভগতিহারী।
গরুড়বাহন, গজেন্দ্রমোক্ষণ,
গীর্ব্বাণরক্ষণ, গোপীমনোহারী।
গর্ব্বি-গর্ব্বহর, গুণত্রয়ধর,
গায় রাম, কর গতি গিরিধারী॥ ৯৬॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

তব মহিমা কে পারে বর্ণিতে।
বিভু! তুমি নিরঞ্জন, নিত্য নিরাকার,
সাকারেতে কর লীলা ধরণীতে॥
পদ্মাসনরূপে করিছ সৃজন,
বিষ্ণুরূপে কর জগত পালন,
রুদ্ররূপে লয় কর সমুদয়,
আগমে পুরাণে পাই হে শুনিতে॥
তুমি ধরাধর অতল-সাগর,
তুমি নিশি দিবা শশাঙ্ক ভাস্কর,
অবনী অনল, আকাশ অনিল,
থাক অধিষ্ঠিত সকল প্রাণীতে;—
তুমি জগৎপাতা ভবভয়ত্রাতা,
শান্তি-নিকেতন মুক্তিপদদাতা,
তুমি সারাৎসার, তোমা বিনে আর
কার সাধ্য রামের পাপভার নিতে॥ ৯৭

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

ওহে কেশব ভাস্কর।

দ্বিজ-চক্রচিন্তনীয় হরি সর্ব্বগুণাকর।

কাশ্যপেয় কালান্তক, অনাদি ত্রিগুণাত্মক,
কমলানন্দদায়ক, হংসশুচি পদ্মকর।
অনন্ত-অঙ্ক-বিহারী, তমচক্র-খণ্ডকারী,
বৈনতেয়-পৃষ্ঠচারী, গিরিশোভাকর ;—
অখণ্ড মণ্ডলাকার, ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচর,
করপ্রতাপে কাতর, রজনীচরনিকর।
রোহিত মূর্ত্তিধারণ, পাপব্যাধিবিনাশন,
প্রভু ত্রিলোকলোচন, মূর্ত্তিত্রয়ধর ;—
সৃজন-পালন-লয়—কারণ, মঙ্গলালয়,
জগদীশ কৃপাময়, ভুবনপ্রকাশকর।
বুধজনক-রঞ্জন, বিভু জগতজীবন,
সহস্র-করধারণ, তাপত্রয়হর ;—
জীবমুকতিসরণি, রামচন্দ্রে সুরমণি,
ভবজলধিতরণি কর পার বিশ্বচর ॥ ৯৮ ॥

রাগিণী যোগিঞা—তাল তেওরা।

জয় জগদীশ ঈশ্বর।
কেশব হে শিব, বাসুদেব ভব,
রমেশ উমেশ. হরি ব্যোমকেশ,
যদুপতি পশুপতি গুণাকর।
প্রভু হৃষীকেশ, বিভু প্রমথেশ,
রাজরাজেশ্বর, যোগিবরবেশ,
নিকুঞ্জবিহারী, হে শ্মশানচারী,
পীতাম্বরধারী, দেব দিগম্বর।
কমলনয়ন, অনললোচন,
খগেশবাহন, হে বৃষভাসন,
মৃত্যুভয়হারী, মৃত্যুজয়কারী,
গোবর্দ্ধনধারী. ওহে গঙ্গাধর।
চক্র সুদর্শন, ত্রিশূলধারণ,
নবীন নীরদ রজতবরণ,
অগৌর চন্দন বিভূতি লেপন,
বলী-দর্পহারী দক্ষগর্ব্বহর।
কৌস্তুভরাজিত, ভুজঙ্গভূষণ,
কিরীটমণ্ডিত, জটাবিভূষণ,
মদনমোহন, অনঙ্গশাসন,
রামচন্দ্রের দুঃখহর হরিহর ॥ ৯৯ ॥

রাগিনী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

প্রণমামি হরিহর, পীতাম্বর দিগম্বর,
গোলোক-কৈলাসেশ্বর মুরলী-বিষাণধর।
হৃষীকেশ ব্যোমকেশ, হে কেশব বামদেব,
যদুপতি পশুপতি, হে দামোদর ভব,
চক্রধর পিণাকধর, মুরহর পুরহর।
নবনীরদঅঙ্গ শশাঙ্ক-রজতনিভ,
বৈকুণ্ঠ নীলকণ্ঠ, রমা-উমাবল্লভ,
কৈটভারি ত্রিপুরারি, ব্রজেশ্বর মহেশ্বর,
বাসুদেব মহাদেব, জগদীশ ঈশ্বর,
ভবে তার রামচন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্রশেখর॥ ১০০ ॥

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়া।

জয় জয় শিবরাম।
শশাঙ্কবরণ, নবদুর্ব্বাদলশ্যাম।
ওহে ভব হে রাঘব, গিরিজা-জানকীধব,
যক্ষ-সুগ্রীববান্ধব নয়নাভিরাম।
শ্মশান-কাননচারী, ত্রিশূল-ধনুকধারী,
পশুপতি রঘুপতি সর্ব্বগুণধাম।
হে অন্ধক রাবণারি, কাশী-কোশলবিহারী,
রামচন্দ্রে কৃপা করি পূরাও মনস্কাম॥ ১০১

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল তেওরা।

সংসার-ভয়সংহর।

শ্যামা শ্যামসুন্দর,

বিশ্বরূপিণী জয়তি বিশ্বম্ভর।

শিবানী পার্ব্বতী দৈত্যপ্রাণহরে,

কেশব কংসারে জয় দেব হরে,

দিগম্বরী শর্ব্বাণী পীতাম্বর।

বিশ্বপ্রসবিনী সৃজনকারণ,

জীবপালিনী জীব-রক্ষণ,

শূলিনী চক্রধর ;—

হে নন্দনন্দিনী হে নন্দনন্দন,

নরকবারিণী নরকবারণ,

কালী যোগেশ্বরী কৃষ্ণ যোগেশ্বর।

শঙ্করমোহিনী শঙ্করমোহন,

মৃগেশবাহিনী খগেশবাহন,

তারিণী তাপহর ;—

নৃমুণ্ডমালিনী কৌস্তুভভূষণ,

ত্রিনয়নী পদ্মপলাশলোচন,

দুর্গে দীনবন্ধু রামে কৃপা কর ॥ ১০২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

নমামি বিঘ্নেশ, হে দেব দিনেশ,
হে গোপেশ, প্রমথেশ, ক্ষেমঙ্করী।
জয় গণপতি, বিভু ছায়াপতি,
রমাপতি, উমাপতি, সুরেশ্বরী।
গলে ভুজঙ্গম, হার রত্নময়,
বনমালা, অস্থি, নৃমুণ্ডনিচয়,
দ্বীপী চর্ম্মাম্বর, রক্তাম্বরধর,
পীতাম্বর, দিগম্বর, দিগম্বরী।
দেব বিনায়ক মূষিকবাহন,
প্রভাকর সপ্ত তুরঙ্গস্যন্দন,
হরি খগাসন, হর বৃষাঞ্চন,
করালবদনী স্থিতি শব'পরি।
পাশাঙ্কুশে কর করে সুশোভন,
বিকচকমল হস্তে বিধারণ,
চক্র সুদর্শন, ত্রিশূলভূষণ,
কৃপাণধারিণী, মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী।
এক ব্রহ্ম পঞ্চ মূর্ত্তি, অনুক্ষণ,
পঞ্চমতে ভজে উপাসকগণ,
রাম অভাজন, চরণে শরণ,
তার ভবে দাসে করুণা বিতরি ॥ ১০৩

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কর হরি যা উচিত।

এখন, উপায়বিহীন হ'য়ে আমি হ'লেম তব পদাশ্রিত
আমার এই দেহরাজ্য হইল তোমায় অর্পিত,
তুমি, রাজ্যেশ্বর হ'য়ে নাথ আশু কর সুশাসিত।
অনুগত নহে তারা এ রাজ্যে যারা বর্দ্ধিত,
আমার, অবাধ্য হইয়ে সদা করে কার্য্য বিপরীত।
মায়া-প্রলোভন দিয়ে ক'চ্ছে কেবল বিমোহিত,
নিত্য ধর্ম্মধন করিছে হরণ না ভাবিয়ে হিতাহিত।
আপন কার্য্যে রত সদা, আমার কার্য্যেতে বিরত,
তাদের শাসন করিতে গেলে তিলেক নহে শঙ্কিত।
নিরখিয়ে এ সব কার্য্য শান্তি নাহি ধরে চিত,
আছে, সেই হেতু রামচন্দ্র সতত মনে চিন্তিত॥ ১০৪॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এখন হরি উপায় বল।

এই, সংসারের কার্য্য দেখে হ'য়েছি অতি চঞ্চল।
আপন আপন ভাবি যাদের তারা প্রকাশিছে ছল,
আমায় সুধাবাক্যে সুধায় সুধু অন্তরে পূর্ণ গরল।
দেখা'তে নিজ প্রভুত্ব ফিরিছে করি কৌশল,
সদা, ধর্ম্মের ভাণ করে মুখে অধর্ম্মস্রোত প্রবল।
দিনে দিনে দয়াময় ঘটিছে সব অকৌশল,
তাহা, দেখে আমার হৃদয়মাঝে জ্বলিতেছে দুঃখানল।
খুঁজে খুঁজে নাহি পায় কোনখানে শান্তিজল,
হ'ল, নিরুপায় রামচন্দ্র হারাইয়ে বুদ্ধিবল॥ ১০৫॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর হরি রাখতে নারি।
তোমার প্রদত্ত এই মানবদেহ-জমিদারী।
ক্ষমাতে ক্ষমতা যত গিয়াছে সব আমারি,
বশীভূত নহে এখন কামাদি ছয় কর্ম্মচারী।
কুপথে সতত রত হ'য়ে সবে অহঙ্কারী,
ফেলিছে ঘোর বিপদে ক'রে আপন হুকুমজারি।
কাম করিছে মন্ত্রিত্ব ক্রোধ লেখক সহায় তারি,
লোভ তাতে কোষাধ্যক্ষ ধর্ম্মধন-অপহারী।
মোহবক্সীর মমতাতে প্রকৃতি সব স্বেচ্ছাচারী,
মদ হ'য়েছে জমানবীশ মাৎসর্য্যের ভার তশীলদারী।
দিনে দিনে দীনবন্ধু পাপঋণ হ'তেছে ভারী,
নিরুপায় রামচন্দ্র উপায় যা কর মুরারি॥ ১০৬॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই কি তোমার মনোগত।
বারে বারে ভবে এনে দিতেছ দুখ নানামত।
দিনে দিনে দীনবন্ধু দিন যে হ'তেছে গত,
কোন্ দিন না জানি হবে রবিসুত সমাগত।
অবিরত যে জন তোমার হ'য়ে থাকে অনুগত,
দয়াময় হ'য়ে তুমি তারেই কেন নিদয় এত।
পতিতপাবন নামটী জেনে তোমাতে হ'য়েছি রত.
পতিতে না তার যদি কলঙ্ক র'বে জগত।
কি দোষে রাম দোষী এত না জানি পদে নিয়ত,
আজন্মটা গেল দুঃখে না হ'ল দুখ্ অপগত॥ ১০৭॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

শেষের সেদিন কর স্মরণ।

ভবে অনিত্য বিষয়ে ম'জে ভুল না যেন ওরে মন।

জান না কি কাল-শয্যায় করিতে হবে রে শয়ন,

তখন নিজ পাপে সন্তাপিত হ'ও না অন্তরে যেমন।

পাপকার্য্যে মন দিয়েছ যাদেরে করিতে পোষণ,

তারা সময় কালে তোমার সঙ্গে কভু না করিবে গমন।

হারাইয়ে তোমায় কেবল একবার মাত্র ক'র্‌বে রোদন।

পরে কেড়ে ল'বে অঙ্গে তোমার থাকিবে যাহা আভরণ।

রামচন্দ্র বলে যদি বিপদে হবে রে মোচন;

সদা মনানন্দে ভাব হৃদে পূর্ণব্রহ্ম পতিতপাবন॥ ১০৮॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তব লীলা অসম্ভব।

অন্য কে বুঝিবে ভবে বুঝিতে নারেন ভব।

সংসারের জীব ল'য়ে কি খেলা খেল মাধব।

কভু করিছ প্রলয় কভু করিছ প্রসব॥

কাহারে দিতেছ রাজ্য অতুল সম্পত্তি সব,

কা'রে ভিক্ষাজীবী কর ঘুচা'য়ে তার বিভব॥

কা'রে সদানন্দে রাখ নিত্য গৃহে মহোৎসব,

কা'র হেন মন্দভাগ্য সদা হাহাকার রব॥

কা'রে দেহ অট্টালিকা দুগ্ধফেনশয্যা নব,

কা'র ভাগ্যে গাছের তলা শয্যা তার তৃণপল্লব।

রামচন্দ্র অন্য কিছু চায় না নিকটে তব।

যেন ঐ চরণে মতি সতত থাকে কেশব॥ ১০৯॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ঘোর কলি সমাগত।
ভবে পাপে মজি হ'চ্ছে সবে অকালেতে উপরত।
আত্মশ্লাঘা বাড়াইতে সকলে ব্যস্ত সতত।
কেবল পরনিন্দাপরদ্বেষে পরিপূর্ণ এ জগত।
পরদ্রব্য ক'র্‌ছে চুরি পরস্ত্রীগমনে রত।
কেহ দেবদ্বিজে নিরখিয়ে করে না মস্তক নত।
পুত্র হ'য়ে পিতামাতায় করিছে কটূক্তি কত।
আপন রমণীরে ইষ্ট মানি হ'য়ে থাকে অনুগত।
শিষ্য হ'য়ে ক'চ্ছে গুরুর অপমান কত শত।
সদা প্রভুদ্রোহী কার্য্য ক'র্‌তে ভৃত্যেরা হ'চ্ছে উদ্যত।
ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হ'ল দান ধ্যান যজ্ঞ ব্রত।
সবাই পরধর্ম্ম-অনুরাগী স্বধর্ম্মে হ'য়ে বিরত।
খাদ্যাখাদ্য জাতির বিচার নাহিক শাস্ত্রসঙ্গত।
কতই অর্থের লোভে যোগী সেজে বেড়াইছে ইতস্ততঃ।
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে লোকে তিলার্দ্ধ নয় অসম্মত।
স্বীয় পতি ছাড়ি পরপতি সেবিছে নারী নিয়ত।
পৃথ্বী হ'ল শস্যশূন্যা বেদহীন দ্বিজ যত।
সভায় শূদ্র করে বেদের বিচার শ্রবণে দ্বিজ নিরত।
স্বল্পক্ষীরা হ'ল ধেনু ফলেনা গাছ মনোমত।
ধরায় অন্নাভাবে বর্ষে বর্ষে ম'চ্ছে প্রজা শত শত।
রামচন্দ্র বলে যদি কলির দর্প ক'র্‌বে হত।
সদা হরি হরি বল মুখে হও হরির শরণাগত॥ ১১০॥

রাসের গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

সুনীল-গগন, নীরদ-বিহীন, বনরাজি সুশীতল।
মৃদুল মৃদুল, বহিছে অনিল ল'য়ে নানা পরিমল।
আকাশমণ্ডলে, পূর্ণ-ইন্দু খেলে,
ফুটে নানাজাতি ফুল জলে স্থলে,
পশু-পক্ষিগণ, হ'য়েছে নিঃস্বন,
বৃক্ষে সাজে নবদল।
হেরি বংশীধারী, লইয়ে বাঁশরী,
কদম্ব নিকটে গিয়ে ত্বরা করি,
রাধা-গুণগানে, সুমধুর তানে,
দশদিক্ বিমোহিল।
নবীনা কিশোরী, শুনিয়ে বাঁশরী,
ধাইয়া আইল সহ সহচরী,
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
শ্যামবামে দাঁড়াইল॥
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী,
শ্যামবামে সাজে রাধা রাসেশ্বরী,
দোঁহার চরণে, রুণু রুণু স্বনে,
বাজে নূপুর মঞ্জুল।
নিকুঞ্জ কানন, হ'ল সুশোভন,
যুগল রূপের না হয় বর্ণন,
রামচন্দ্র কয়, শমনে কি ভয়,
আজি জনম সফল॥ ১১১॥

রাগিণী ইমনবিভাষ—তাল একতালা।

ব্রহ্মরজনী জানি আগত শ্যাম বংশীধারী।
শারদ প্রবাল-কুসুম-শোভি-বৃন্দাবন নেহারি।
যোগমায়াশ্রয় করিয়ে শ্রীহরি, ডাকেন বংশীতে গোপী নাম ধরি,
গেল ধ্বনি ব্রহ্মকটা ভেদ করি, দশদিকে সুসঞ্চারি।
শুনিয়ে বাঁশরী শুষ্কশাখিদলে, সুশোভিত ফল ফুল নবদলে,
অচৈতন্য আক্রমিল জীব কুলে, বিনে সব ব্রজনারী।
কালিন্দীর স্রোত বহিল উজান, ভাঙ্গিল যোগীর যোগমগ্নধ্যান,
স্থগিত হইল ক্রমে জগৎ প্রাণ, মূর্চ্ছাগত ত্রিপুরারি।
ব্রজ-সীমন্তিনী শুনিয়ে সে স্বর, স্মর শরানলে সবে জরজর,
গৃহকার্য্যে মন করিয়ে অন্তর, ধায় যথা শ্রীমুরারি।
রাসরসে সবে হইয়ে মগন, নীরদাঙ্গে অঙ্গ করি পরশন,
স্মর শরানল করে নিবারণ, পেয়ে শ্যাম প্রেমবারি।
রামচন্দ্র বলে পতিতপাবন, ভবের আশা কবে করিবে পূরণ,
যুগলরূপে এসে দিয়ে দরশন, অন্তরেতে কালবারি ॥ ১১২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

হরি হর্ষিত-অন্তরে।
শরতে নির্ম্মল হেরি পূর্ণ শশধরে।
মল্লিকাদি প্রস্ফুটিত, চারিদিকে সুশোভিত,
তাহে সুগন্ধ মারুত গন্ধে মনোহরে।
অমল হেরি আকাশ, পূরা'তে গোপীর আশ,
সুসজ্জিত পীতবাস, নিকুঞ্জ মাঝারে;—
যোগমায়াশ্রয় করি, অধরে ধরি বাঁশরী,
ব্রজবালা নাম ধরি, ডাকেন সুস্বরে।

শুনিয়ে মুরলীস্বন, স্তব্ধ পশু পক্ষিগণ,
স্থগিত হ'ল পবন, নাহিক সঞ্চরে ;—
যমুনা বহে উজান, যোগীর ভাঙ্গিল ধ্যান,
বিরিঞ্চি ভব অজ্ঞান, পাষাণ নির্ঝরে।
অনন্ত চিত্তে অস্থির, ঘূর্ণিত সহস্রশির,
ব্রহ্মাণ্ডকটাহে স্বর, গিয়া ভেদ করে ;—
বিশেষে বেণুর ধ্বনি, ব্রজনারীগণ শুনি,
চঞ্চল হ'ল পরাণি, ব্যস্ত স্মরশরে।
হরিল শ্রীকৃষ্ণ-মন, করিল প্রাণ আকর্ষণ,
তুচ্ছ হ'ল ধনজন, মনেতে না ধরে ;—
ত্যজি ভয় লোকলাজ, আর স্ব স্ব গৃহকাজ,
তিলেক না ক'রে ব্যাজ, চলিল সত্বরে।
কাননে করি গমন, হেরি' শ্যাম নবঘন,
সফল করে জীবন, ভাসে প্রেম-নীরে ;—
মিলি সবে শ্যাম সঙ্গে, ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে,
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন করে।
সবে আনন্দ আবেশে. নৃত্য করে চারিপাশে,
কেহ গায় মহোল্লাসে, বর্ণিতে কে পারে ;—
রামচন্দ্র সদা ভাবে; রাস-বিহারী এ ভাবে,
কবে এসে উদয় হবে, হৃদয়-মন্দিরে ॥ ১১৩ ॥

রাগিণী যোগিঞাভৈঁরো—তাল কাওয়ালী।

আজি ব্রহ্মনিশি আগত নেহারি।
নব কুঞ্জমাঝে উদয় মুরারি।

শরতেতে পূর্ণশশী, উদিত গগনে আসি, নিরমল জনমনোহারী,
মল্লিকা কুমুদনীল, স্থলে জলে বিকশিল, পরিমল ছোটে দিক চারি।
রাসরসে বিহরিতে, বাসনা করিয়ে চিতে, যোগমায়াশ্রয় করি হরি,
মনে হ'য়ে কুতূহলী, ল'য়ে মোহন মুরলী, অধরে ধরিয়ে যত্ন করি,
ধরি ব্রজাঙ্গনা নাম, ডাকিছেন অবিরাম, সুমধুরস্বরে বংশীধারী।
শুনিয়ে বাঁশরীধ্বনি, বিমোহিত পদ্মযোনি, অজ্ঞান কৈলাসে ত্রিপুরারি;
অবশ সবার অঙ্গ, হ'ল যোগির যোগভঙ্গ, ঊর্দ্ধগামী যমুনার বারি।
পাষাণ দ্রব হইল, শুষ্ক তরু মঞ্জরিল, নিস্তব্ধ সকল বনচারী।
ব্রজে ব্রজাঙ্গনাকুল, হৃদয়ে অতি আকুল, শুনিয়ে সে মোহন বাঁশরী,
মনে রঙ্গ উপজিল, প্রেমসিন্ধু উথলিল. শ্রীকান্ত লইল চিত্ত হরি।
ধৈরজ ধরিতে নারে, জরজর স্মরশরে, অন্তরে জাগিল গিরিধারী।
লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি, দিয়ে স্ব স্ব কুলে কালি, ধায় গৃহকর্ম্ম পরিহরি,
যথায় রাধিকাকান্ত, মধুর মূরতি শান্ত, তথায় প্রবেশে ত্বরা করি।
শ্যামরূপ দরশনে, অধর-অমৃত পানে, সুশীতল জীবন সবারি।
করিল জন্ম সফল, নিবারিয়ে কামানল, পরশনে কামমুগ্ধকারী।
মাতি সবে রাসরঙ্গে, ক্রীড়া করে কৃষ্ণ সঙ্গে, চারিদিকে ঘেরি সারিসারি
কেহ সুতানেতে গায়, কেহ মৃদঙ্গ বাজায়, উন্মত্তা সকল ব্রজনারী।
বাজিছে দুন্দুভি ঘন, কৃষ্ণগুণ অনুক্ষণ, গাইতেছে কিন্নর কিন্নরী।
মিলি' যত দেবগণ, করে কুসুম বর্ষণ, আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ শির'পরি;
রামচন্দ্র সদা ভাবে, হৃদয় আসনে কবে, বিরাজিবে হে রাসবিহারী।১১৪

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

বিহরিছে রাসস্থলে সুখে মদনমোহন।
নব নটবর রূপ কামিনী-মনোরঞ্জন।
একে নির্ম্মল আকাশ, তাহে রাকা সুপ্রকাশ,
সুরঞ্জিত পীতবাস, হরি' ব্রজাঙ্গনামন।
কদম্ব তরু-তলায়, রত্নময় বেদিকায়,
আ মরি কি শোভা পায় নব নীরদবরণ ;—
মধ্যেতে রাখি' কেশবে, দাঁড়ায় গোপিকা সবে,
উন্মত্তা রাস-উৎসবে, কে করে তাহা বর্ণন।
শাসিতে দুষ্ট অনঙ্গে, এক এক গোপীর সঙ্গে,
প্রবর্ত্ত কৌতুক রঙ্গে, করিয়ে কণ্ঠ বেষ্টন ;—
হাস্য ভ্রুকুটী বিলাস, ভুজকম্প পদন্যাস,
বিশ্লিষ্ট সবার বাস, নাহি ধৈর্য্যাবলম্বন।
অবিরত গণ্ডস্থল, আর বদনমণ্ডল,
বহিতেছে শ্রমজল, শ্লথ কবরীবন্ধন ;—
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে, ভাসে আনন্দ জীবনে,
নানা রাগ আলাপনে, গায় গীত অনুক্ষণ।
কেহ কেহ নৃত্য করি পড়ে ঢলি কৃষ্ণ'পরি
করেন প্রশংসা হরি, সঙ্গীত করি শ্রবণ ;—
রাম কয় বিনয় করি, কবে এই বেশ ধরি,
উদিবে হৃদয়'পরি করি কৃপা বিতরণ ॥ ১১৫ ॥

রাগিণী বাহারবসন্ত—তাল তেওরা।

শ্রীরাস মণ্ডলে, মন কুতুহলে,
বিহরে জলদ শ্যাম।
নব নটবর, কিবা মনোহর,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম সুচারু ঠাম।
মিলি সখী সবে, মত্ত রাসোৎসবে,
পূরাইতে স্ব স্ব মনের কাম;—
ঘেরি চারি পাশে, নাচে প্রেমোল্লাসে,
বহে অঙ্গে শ্রমজনিত ঘাম।
কেহ বা বাজায়, কোন সখী গায়,
মিলাইয়ে সপ্তস্বরের গ্রাম;—
বলয় নূপুর, বাজিছে মধুর,
এলায়ে পড়েছে চিকুরদাম।
নিরখি অমরে, পুষ্পবৃষ্টি করে,
দুন্দুভি-ধ্বনির নাহি বিরাম;—
কিন্নর কিন্নরী, থাকি' নভ'পরি,
গাইছে সুস্বরে শ্রীহরি নাম।
এই বেশ ধরি, এস হৃদি'পরি,
দয়াময় যেন হ'য়োনা বাম,—
দেখ হে নেহারি, গোকুলবিহারী,
শূন্য আছে রামের হৃদয়ধাম ॥ ১১৬ ॥

দোলের গীত।

রাগিণী ঝিঝিটী—তাল কাওয়ালী।

কি আনন্দ ব্রজধাম।
খেলিছে ফল্গু-উৎসবে নবঘনশ্যাম॥
মিলি যত সখীগণ, আবির চুয়া-চন্দন,
শ্যামাঙ্গে করি লেপন, পূরায় মনস্কাম।
কোন কোন গোপনারী, করে ল'য়ে পিচকারি,
অঙ্গে দেয় রঙ্গবারি, না করি বিরাম।
সাজাইয়ে পীতবাসে, প্রেমানন্দে সবে হাসে,
সুখ-সলিলেতে ভাসে, নিরখিয়ে রাম। ১১৭॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

আজি ব্রজে হোলী খেলিছে গিরিধারী।
ত্যজিয়ে বাঁশরী ধরি করে পিচকারি॥
কে তারে নিবারে, দিতেছে সবারে,
মনানন্দে অঙ্গে রঙ্গবারি।
ঢাকে ব্রজভূমে, আবির-কুঙ্কুমে,
সুখী রাম নয়নে নেহারি। ১১৮॥

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

শুনি ব্রজে হোলা খেলিছে শ্যামরায়।
ধায় সখীগণ ল'য়ে শ্রীমতী রাধায়॥
মাতি সবে রসরঙ্গে, আবির কুঙ্কুম রঙ্গে,
নবীন বাঁকা ত্রিভঙ্গে. যতনে সাজায়।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ মৃদঙ্গ বাজায়,
হেরি রামচন্দ্র রায়, পুলকিত কায়। ১১৯

রাগিণী বাহার-বসন্ত—তাল তেওরা।

খেলিছে হোলী মদনমোহন।
সঙ্গে শ্রীরাধিকা আর সখীগণ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ মন্দিরা ঝাঁঝরী,
সপ্তস্বরা বীণা মোচঙ্গ বাঁশরী,
কটতাল ডম্ফ রবাব খঞ্জরী,
ধ্বনিতে পূর্ণ গগন।
আবির কুঙ্কুম আতর কস্তুরী,
দেয় অনুক্ষণ সবার উপরি,
যে পলায় তারে আনে বলে ধরি,
না শুনে কার বারণ।—
কার হাতে শোভে রঙ্গপূর্ণ ঝারী,
কার হাতে সাজে স্বর্ণ পিচকারি,
ভিজায় বসন দিয়ে রঙ্গবারি,
হেরি রাম সুখী মন। ১২০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরী।

হোলী খেলিব হে হরি তব সনে।
আবির কুঙ্কুম মাখা'ব যতনে॥
তব অঙ্গ কাল, সাজিবে হে ভাল,
যেন করে আলো, সৌদামিনী ঘনে।
ওহে কালশশী, বাজাইয়ে বাঁশী,
সতত উদাসী, কর গোপীগণে;—
বাঁশী কেড়ে নিব, পিচকারি দিব,
বাসনা পূরা'ব, রামচন্দ্র ভণে। ১২১॥

রাগিণী কলিঙ্গড়া—তাল আড়্‌খেম্‌টা।

রঙ্গবারি হে ত্রিভঙ্গ দিওনা বসনে।
পায় ধরি ক্ষমা কর এ অধীনাগণে॥
শুন বলি ওহে কালা, আমরা হই কুলবালা,
ঘটিবে বিষম জ্বালা, ভবন-গমনে।
সবে কলঙ্কিনী বলে, এই গোকুলমণ্ডলে,
মুখ দেখা'ব কি ব'লে, স্বজন-সদনে।
রাম কয় করি বিনয়, ত্যজ কলঙ্কের ভয়,
করিবেন দয়াময়, মোচন স্বগুণে। ১২২

রাগিণী বারোঞা—তাল ঠুংরী।

ছি ছি একি রসরাজ।
অঙ্গে দিয়ে রঙ্গবারি করিলে কি কাজ॥
গৃহে শ্বশ্রূননদিনী, রয়েছে প্রতিবাদিনী,
সদা বলে কলঙ্কিনী, হানে বাক্যবাজ।
তুমি হে লম্পট অতি, কর অবলার দুর্গতি,
রামচন্দ্র করে নতি, ছাড় হে এ কাজ। ১২৩॥

রাগিণী থাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা

দিওনা কালা অঙ্গেতে রঙ্গ আমার।
কর বসন পরিহার॥
তব রূপ দরশনে, আসিয়ে নিকুঞ্জবনে.
ভবন-গমন হ'ল ভার।
হেরিলে দাগ বসনে গালি দিবে গুরুজনে.
রাম কহে ভাবনা কি তার। ১২৪।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেহ যেওনা জলে।
জেগেছে লম্পট কালা কদম্ব-তলে।
না শুনে মানা ত্রিভঙ্গ, দিয়ে নানাবিধ রঙ্গ,
সাজায় সবার অঙ্গ, ধরিয়ে বলে।
শ্যাম লাগি গোপীকুলে, কালি পড়িয়াছে কুলে,
সতত সবে গোকুলে, অসতী বলে।
রামচন্দ্র কয় বাণী, কেন চিন্তিত পরাণি,
মতি রাখ চিন্তামণি—পদকমলে ॥১২৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

ভয় কি বাসনা মনে।
করিছ লাঞ্ছনা এত, ধরি ব্রজাঙ্গনাগণে।
অঙ্গে দিয়ে রঙ্গবারি, ভিজালে বাস সবারি,
আমরা হে কুলনারী, কেমনে যাব ভবনে।
বলিয়ে নন্দযশোদায়, ব্রজ হ'তে হ'ব বিদায়,
থাকুক একা ল'য়ে তোমায়, রাম কয় এ বৃন্দাবনে ॥১২৬॥

রাগিণী পিলুখাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

অঙ্গে রঙ্গ দিয়ে হে রসরায়।
কেন ফেল গুরু-গঞ্জনায়।
শাশুড়ী ননদী বাসে, একে আমায় মন্দ বাসে,
এ রঙ্গ দেখিলে বাসে, দ্বিগুণ জ্বলিবে তায়।
তুমি জ্বালাও বাঁশীর গানে, গৃহে জ্বলি বাক্যবাণে,
রাম কয় অবলা প্রাণে, কত সবে নীলকায় ॥১২৭॥

ঝুলনের গীত।

রাগিণী সুরট-মল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

কুঞ্জকাননে, আনন্দিত মনে,
ঝুলিছেন ঝুলনে, কিশোর কিশোরী।
তড়িত-নিন্দিতা, বৃষভানু-সুতা,
কিবা সুশোভিতা, আহা মরি মরি।
মৃদুল মৃদুল বহিছে পবন, করিছে নিনাদ বিহঙ্গমগণ,
সুনীল অম্বরে, জলদ আবরে,
বিন্দু বিন্দু তাহে, বরিষয়ে বারি।
মালতী মল্লিকা বিবিধ সুমন. গন্ধে আমোদিত করে কুঞ্জবন,
কালিন্দীর জল, করে কল কল,
শুনি শ্যামের বাঁশরী ;—
শুনিয়ে শ্রবণে সুমধুর স্বর, মোহিত বিহঙ্গ-কুরঙ্গ-নিকর,
শাখি-শাখা'পরে, শিখী নৃত্য করে,
গানে নিমগন ভ্রমর-ভ্রমরী।
মৃদঙ্গাদি যন্ত্র করেতে লইয়া, শ্যাম-প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া,
নিকুঞ্জে নেহারি, নিকুঞ্জ-বিহারী,
নৃত্য করে ব্রজনারী :—
রামচন্দ্র বলে মদনমোহন, ভবের আশা আজি হইল পূরণ,
এইরূপে যেন, পাই দরশন,
সতত অন্তরে, ওহে বংশীধারী ॥১২৮॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

ঝুলে কুঞ্জকাননে হরি।
পতিতপাবন বংশীধারী,
কিবা নব জলধর, রূপ মনোহর,
কোটি কাম-মনোহারী।
গলে বিলম্বিত মালতীর হার, দলে দলে অলি করিছে বিহার,
চরণ-নখরে, সুধাংশু বিহরে,
কুমুদিনী পরিহরি'।
বামে বিরাজিতা রাধাবিনোদিনী, কনকবরণী নরেশ-নন্দিনী,
নীরদে যেমনি, সুস্থিরা দামিনী,
কিবা শোভা মরি মরি ;—
চারিদিকে সব গোপের যুবতী, তারকায় ঘেরা শশাঙ্ক যেমতি,
কেহ নাচে গায়, কেহ বা বাজায়,
নানাবিধ যন্ত্র ধরি।
বিহঙ্গম আদি করে কলরব, প্রসূন-সৌরভে পূর্ণ দিক্ সব,
জলদ পটলে, সৌদামিনী খেলে,
বিন্দু বিন্দু পড়ে বারি ,—
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে শিখিগণ, শ্যাম প্রেমে মাতি করিছে নর্ত্তন,
রামচন্দ্রের হ'ল জীবন সফল,
আজ যুগল মূরতি হেরি ॥১২৯॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়খেমটা।

নবকুঞ্জ মাঝে, শ্যাম ঘন রাজে,
বামে প্যারী সাজে, যেন সৌদামিনী।
বিবিধ রতনে, নির্ম্মিত বিমানে,
ঝুলায় ঝুলনে, যতেক সঙ্গিনী।
চরণ কমল, অতি সুকোমল, মধু আশে ফিরে সদা অলিকুল,
মোহন মুরতি জিনি রতিপতি, রূপ হেরি ব্রজরমণী আকুল,—
কণ্ঠ সুশোভিত বন-ফুল-হারে, ইন্দ্রধনু শিখিপুচ্ছ চূড়াশিরে,
নখরেতে শোভা করে নিশাকরে, রামচন্দ্র হেরে জুড়াল পরাণি
॥ ১৩০ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

শ্যাম সুন্দর, নব জলধর,
কুঞ্জে ঝুলিছেন নিকুঞ্জ-বিহারী।
বামে সৌদামিনী, রাধা বিনোদিনী,
গোপের রমণী, ঘেরা দিক্ চারি।
কস্তূরী তিলকে সুচর্চ্চিত ভাল, গলে বিলম্বিত মালতীর মাল,
চরণ-সরোজে মধুকরজাল, মধু আশে পাশে ভ্রমে সারিসারি॥
কটীতট সুশোভিত পীতাম্বরে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শিখিপুচ্ছ শিরে,
মনচোর ত্রিজগত মন হরে, বাজায়ে মোহন বাঁশরী ;—
যুগলরূপে আলো করে ত্রিভুবন, কি শোভা হয়েছে নিকুঞ্জকানন,
মন্দ মন্দ প্রবাহিত সমীরণ, বিন্দু বিন্দু বর্ষে বরিষার বারি।
ঘন ঘন রব করে কাদম্বিনী, খেলিছে কৌতুকে কিবা সৌদামিনী,
শুকপিক আদি করে কলধ্বনি, নাচে ময়ুর ময়ুরী ,—
রামচন্দ্রের শ্যামরূপ দরশনে, ভবের আশা পূর্ণ হ'ল এতদিনে,
কৃপা করি এখন হৃদি পদ্মাসনে, বিরাজ সতত ওহে বংশীধারী॥১৩১।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

ঝুলিছেন হরি, নিকুঞ্জ-বিহারী,
রঙ্গে কুসুম-কুঞ্জ-কাননে।
শ্যাম জলধর, রূপ মনোহর,
রাধিকা চপলা শোভে তাঁর সনে।
হরণ করিয়ে শ্রীরাধার মন, পরম আনন্দে শ্রীরাধারমণ,
সঘনে বাঁশরী করেন বাদন, মুগ্ধ তাহে বৃন্দারণ্যবাসিগণে।
নানা জাতি বনকুসুমের হার, কণ্ঠে বিলম্বিত করিছে বাহার,
শিরে শিখিপুচ্ছ হিলে অনিবার, মন্দ মন্দ সমীরণে ;—
চরণকমলে কনক-নূপুর, বাজিছে সুস্বরে কিবা সুমধুর,
আনন্দে নর্ত্তন করিছে ময়ূর, শ্যাম-নবঘন-রূপ দরশনে।
কুসুমে কুসুমে ষট্‌পদ-ঝঙ্কারে, কুহুরবে পিকগণ নাদ করে,
মৃদঙ্গ রবাব বীণা সপ্তস্বরে, গায় মিলি সখীগণে ;—
রামচন্দ্র হেরি যুগল মাধুরী, বরিষে নয়নে সদা হর্ষবারি,
এইমাত্র হৃদে বাসনা মুরারি ! থাকে যেন মতি তব শ্রীচরণে
॥ ১৩২ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

ঝুলিছেন নিকুঞ্জ-বনে শ্যাম নব নটবর।
রতন বিমান'পরি হ'য়ে প্রফুল্ল অন্তর।
বামে জগতবন্দিনী, বৃষভানুর নন্দিনী,
যেন গগনে দামিনী,—ভূষিত নব-জলধর।
চারিদিকে সখীগণ, রয়েছে করি বেষ্টন,
পূর্ণ শশাঙ্কে যেমন, ঘেরা তারকা-নিকর ;—
মানসে করি দরশন, সফল রামের জীবন,
এই বেশে নীলবরণ, বিরাজ হৃদে নিরন্তর।১৩৩॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

শ্যাম ঝুলিছেন কুঞ্জবনে।
বামে কমলিনী, কনক-বরণী,
বেষ্টিতা গোপিকাগণে॥
শুক পিক আদি বিহঙ্গ সকল, শ্যাম-প্রেমানন্দে হইয়ে বিহ্বল,
সঙ্গীতে পূরিত করে বনস্থল, শাখিশাখে একতানে।
কদম্ব কেতকী আদি নানা ফুল, গন্ধে বনরাজি করিছে আকুল,
মনসুখে নৃত্য করে শিখিকুল, নবঘন-দরশনে;—
বনফুলহার গলে শোভা করে, বামে হেলা চূড়া শোভা পায় শিরে,
রামচন্দ্রের মন-মধুপ সঞ্চরে, পদাম্বুজ-মধুপানে॥১৩৪॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়া।

সফল হ'ল জনম যুগলরূপ-দরশনে।
কিশোর-কিশোরী সহ ঝুলিছেন কুঞ্জবনে।
চারিদিকে সারি সারি, বেষ্টিতা গোপের নারী,
নানাবিধ যন্ত্র ধরি, সবে রত নৃত্য-গানে।
শ্যাম-বামে বিনোদিনী, নব মেঘে সৌদামিনী,
যেন নীলকান্তমণি, জড়িত সুবর্ণে;—
কালিন্দী-সলিল মাঝে, যেন কমলিনী সাজে,
সুশোভিত রসরাজে, রসময়ীর মিলনে।
রাধা-শ্যামের রূপ চন্দ্র, অকলঙ্ক কোটি চন্দ্র,
হেরি পূর্ণিমার চন্দ্র, মলিন গগনে;—
নিবেদয়ে রামচন্দ্র, শুন হে গোকুলচন্দ্র,
সতত হ'য়ে আনন্দ, বিরাজ হৃৎপদ্মাসনে॥১৩৫॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়া।

চল গো চল সজনি! চল যাই নিকুঞ্জবনে।
সঙ্গে ল'য়ে কিশোরীরে সাজাইয়ে সযতনে।
বসাইয়ে শ্যামসনে, শ্রীরাধারে একাসনে
ঝুলা'ব আজি ঝুলনে, আহ্লাদিত হ'য়ে মনে।
মল্লিকা যুথিকা জাতী, তুলি ফুল নানা জাতি
মনোহর হার গাঁথি, সাজা'ব দুজনে ;—
যুগলরূপ নিরখি, সফল করিব আঁখি,
মনের বাসনা সখি! পূরাইব সর্ব্বজনে।
কাননেতে কালশশী, ঐ বাজায় মোহনবাঁশী,
শুনিয়ে মন উদাসী, ধৈরজ না মানে ,—
রামচন্দ্র রায় বলে, কুলভয় ত্যজি সকলে,
সত্বরে হের গোপালে, কি ফল কালহরণে ॥১৩৬॥

রাগিণী দেশমল্লার—তাল তেওট।

ঝুলিছেন নিকুঞ্জে কুঞ্জবিহারী।
রতন বিমানে সঙ্গে ল'য়ে প্যারী।
নানাবিধ যন্ত্র ধরি করে, গায় ব্রজাঙ্গনা মধুস্বরে,
আর নৃত্য করে, ঘেরি' সারি সারি।
নীলাকাশ ঢাকা জলধরে, খেলিছে দামিনী তদুপরে,
বিন্দু বিন্দু ঝরে, বরিষার বারি।
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ, শাখি'পরে নাচে শিখিগণ,
করিছে সুস্বন, পিক শুকশারী।
ফুটেছে মালতী আদি ফুল, ঝঙ্কারিছে তাহে অলিকুল,
ধন্য আজি হ'ল, শ্রীরাম নেহারি ॥১৩৭॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল আড়া।

ঝুলিছেন নিকুঞ্জে রঙ্গে, মদনমোহন হরি।
বামভাগে বিরাজিতা, বৃষভানুজা কিশোরী।
মোহন মুরলী করে, কটী আঁটা পীতাম্বরে,
শিরে চূড়া শোভা করে, শিখিপুচ্ছ তদুপরি।
মালতী-কুসুমহার, কণ্ঠে করিছে বাহার,
রূপে নাশে অন্ধকার, কি মাধুরী মরি মরি!
শ্রীচরণ-শতদলে, মধু আশে কুতূহলে,
ভ্রমিতেছে দলে দলে সদা ভ্রমর ভ্রমরী।
রামচন্দ্র রায়ের হ'ল; আজি জীবন সফল,
নিরখি রূপযুগল, যুগল নয়ন ভরি ॥১৩৮॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল ঢিমাতেতালা।

কুঞ্জে ঝুলে রাধাসহ শ্যাম।
হের রে নয়ন।
জিনি কোটি কাম।
নবজলধর রূপ রসকূপ কি সুঠাম।
পদকমল-সৌরভে, অলি ভ্রমে মধুলোভে,
চরণে নূপুর শোভে, সহাস্য বদন;—
শিরে উচ্চ শিখিচূড়া, বামেতে ঈষৎ তেড়া,
কটীতটে পীতধড়া, বাঁশী বলে রাধানাম।
যতেক ব্রজরমণী—মধ্যেতে গোকুলমণি,
তারা মধ্যে নিশামণি, যেন সুশোভন;—
উল্লাসিত ব্রজনারী, উছলিল প্রেমবারি,
রামচন্দ্র রূপ হেরি পূর্ণ মনস্কাম ॥১৩৯॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল ঢিমাতেতালা।

কি শোভা হ'য়েছে সুশোভন।
নিকুঞ্জকানন।
হেরি মুগ্ধ মন।
ঝুলনে ঝুলিছেন রাধা শ্রীরাধারমণ।
নবজলধর হরি, নিকুঞ্জে উদয় হেরি,
নাচে ময়ূর ময়ূরী, হইয়ে মগন ;—
তাহে আনন্দ-পবন, বহিতেছে অনুক্ষণ,
মৃদঙ্গাদি বাদ্যস্বন, বারিদগর্জ্জন।
স্বর্ণলতা রাইকিশোরী, সঘনে খেলে বিজুরী,
অবিরত প্রেমবারি, হয় বরিষণ ;—
ভকত-চাতকবৃন্দ, পানেতে পরমানন্দ,
আশাতৃষা রামচন্দ্র, করিল বারণ ॥১৪০॥

রাগিণী দেশমল্লার—তাল তেওরা।

কুঞ্জভবনে রাধারমণ।
কনক-হিন্দোলে, রাধাসহ দোলে, বেষ্টিতা গোপিকাগণ।
বরষা-যামিনী, নভে কাদম্বিনী, করিছে ঘোর গর্জ্জন।
হ'য়ে আহ্লাদিনী, খেলিছে দামিনী, পড়ে বারি অনুক্ষণ॥
মল্লিকা মালতী, ফুলে নানা জাতি, তরুলতা সুশোভন,
ছুটে পরিমল, দিকেতে সকল. বহনে মন্দ-পবন।
ফিরে মধু আশে, অলি চারিপাশে, করি গুনগুনস্বন।
শাখি-শাখা'পরে, পিকনাদ করে, হ'য়ে আনন্দে মগন।
ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি, নাচে পন্নগারি, হ'য়ে আত্মবিস্মরণ,
হেরি হ'ল রাম, পূর্ণ মনস্কাম, আর সফল জীবন॥১৪১॥

রাগিণী দেশমল্লার—তাল সুরফাক্তা।

কুঞ্জকাননে আজি, কি শোভা নেহারি।
কনক-হিন্দোলে দোলে শ্যাম বংশীধারী।
বামে রাধাবিনোদিনী, কেশব-মনোমোহিনী,
যেন জলদে দামিনী, জ্বলে দিক্ চারি।
হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি, সমুদিত দিনমণি,
যেন আলোকে রজনী, আঁধার নিবারি;—
চরণ-সরোজরাজে, কনক নূপুর বাজে,
বনমালে কিবা সাজে, পীতাম্বরধারী।
মিলি' ব্রজাঙ্গনা সবে, মাতি ঝুলন-উৎসবে,
ঝুলায় রাধামাধবে, ঘেরি সারি সারি,—
রামচন্দ্রের সাধ মনে, কবে হৃদয়-আসনে,
উদিবে রাধিকাসনে, গোলোকবিহারী ॥১৪২॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল কাওয়ালী।

রতন হিন্দোলে রাজে রাধাসহ রসরাজ।
মনোহর রূপ দেখি রতিপতি পায় লাজ।
কোন সখী ঝুলাইছে আনন্দে হ'য়ে মগন,
কেহ নৃত্য করে রাধাশ্যামে করিয়ে বেষ্টন।
কেহ সপ্তস্বরা ধ'রে, গাইছে মধুর স্বরে,
কেহ অতি সযতনে বাজাইছে পাখোয়াজ।
ঝিল্লী মণ্ডূক ময়ূর, পিক শুক শারীগণ।
মিলাইয়ে স্বরগ্রাম করিতেছে কলস্বন,
জলধরে, জলঝরে, চপলা তাহে বিহরে,
হ'ল রামচন্দ্র হেরি সফল জীবন আজ ॥১৪৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

ঝুলিছে কুঞ্জবিহারী বামভাগে শোভে প্যারী।
নৃত্যগীতে নিমগন ধরি যন্ত্র গোপনারী।
নভ'পরে কাদম্বিনী, সঘনে করিছে ধ্বনি,
খেলিতেছে সৌদামিনী, বিন্দু বিন্দু পড়ে বারি।
বহিছে বায়ু বিমল, ল'য়ে নানা পরিমল,
পরশেতে সুশীতল, হ'ল শরীর সবারি ;—
শাখি'পরে শিখিগণ, সুখে করিছে নর্ত্তন,
অবিরত কলস্বন, করে পিক শুকশারী।
কুঞ্জ-কুসুমনিকরে, দলে দলে মধুকরে,
আসব-আশে বিচরে, মধুর স্বর ঝঙ্কারি ;—
রামচন্দ্রের এই আশ, পূর্ণ কর পীতবাস,
হৃদয়ে কর নিবাস, করি কৃপা হে মুরারি ॥১৪৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমাতেতালা।

ঝুলিছে রঙ্গে শ্রীরাধাসহ শ্যামরায়।
রতন-নির্ম্মিত হিন্দোলায়।
যত ব্রজাঙ্গনা মেলি, করিছে বিবিধ কেলি,
নাচে গায় মৃদঙ্গ বাজায়।
একে বরিষার কাল, নভ ঢাকে মেঘজাল
বিন্দু বিন্দু পড়ে বারি তায়।
হ'য়ে আনন্দে মগন, নৃত্য করে শিখিগণ,
শুক শারী কৃষ্ণগুণ গায়।
হেরি রাম মহোল্লাসে, প্রেম-সলিলেতে ভাসে,
মানি' জন্ম সফল ধরায় ॥১৪৫॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল কাওয়ালী।

ঝুলনে ঝুলিছে' কুঞ্জে রাধিকাসহ শ্যাম।
রতনময় স্যন্দনে, পরিবৃত সখীগণে,
যেমন ঘেরা গগনে, শশাঙ্কে তারকাদাম।
মালতী কুসুমহার কণ্ঠপরি লম্বমান,
শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে পীতাম্বর-পরিধান,
অধরে মধুর হাসি, করেতে মোহনবাঁশী,
রূপে নাশে তমোরাশি, মদনমোহন ঠাম।
কনক-নূপুরে শোভে চারু চরণকমল,
কর্ণে মকর কুণ্ডল করিতেছে ঝলমল,
কস্তুরী-তিলক ভালে, নাসাগ্রে মৌক্তিক দোলে,
নিরখি রূপযুগলে, পূর্ণ রামের মনস্কাম ॥১৭৬॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল কাওয়ালী।

ঝুলে রসময়ী সহ রসরাজ।
হেরি সফল যে আঁখি আজ।
নবীন-নীরদ-অঙ্গ কনক জিনিয়া কায়,
কটীতটে পীতধড়া নীলপট শোভা পায়,
অধরে মোহনবাঁশী, মুখে সুমধুর হাসি,
রূপে কাম-রতি পায় লাজ।
বনমালা মতিমালা দুলিছে কিবা গলায়,
শিখিপাখা চূড়া বেণী মৃদুল বাতে দোলায়,
রামচন্দ্র রায় ভাষে, পাদপদ্ম মধু আশে,
যাও মন-অলি ছাড়ি কাজ ॥১৭৭॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল একতালা।

দয়াময় হে মুরারি।
মম হৃদিকুঞ্জবনে, শ্রীরাধিকা সনে,
ঝুল হে ঝুলনে শ্যাম বংশীধারী।
পিঙ্গলা সুষুম্না ঈড়া-রজ্জু ত্রয়ে,
অনাহত দোলা আছে বদ্ধ হ'য়ে,
হংস তদুপরি, করুণা বিতরি,
আনন্দ পবন দোলাবে সঞ্চারি।
একত্র হইয়ে ভক্তি সখীগণ,
করিবেক সেবা তব শ্রীচরণ,
জীবন-কুসুম-হার অনুপম,
পরা'বে গলে তোমারি ;—
ব্রহ্মস্থান-নভে উদি' জ্ঞান-ঘন,
প্রেম-বারিধারা করিবে বর্ষণ।
আশা সৌদামিনী, হ'য়ে আহ্লাদিনী,
খেলিবে উজলি সদা দিক্ চারি।
মন-শিখী ঘন করি দরশন,
প্রফুল্ল হইয়ে করিবে নর্ত্তন,
সুখে তব নাম, মুখে অবিরাম,
গাইবে রসনা শারী ;—
রামচন্দ্র বলে মদনমোহন,
কবে এই সাধ করিবে পূরণ,
তব আগমন করি প্রতীক্ষণ ;—
রহিলাম এখন গোলোকবিহারী ॥১৪৮॥

আগমনী।

রাগিণী বাহারবসন্ত—তাল আড়া।

র'য়েছ নিশ্চিন্ত মনে, কেমনে হে গিরিবর।
সংবৎসর হয় যে গত, উমার তত্ত্ব না কর।
শুনিয়া লোকের মুখে, শেল সম বাজে বুকে,
উমা নাকি অতি দুখে, হরে কাল নিরন্তর।
জামাতা পাগল অতি, নাহি অন্নের সঙ্গতি,
করেন শ্মশানে বসতি, ভস্মমাখা কলেবর।
সুকুমারী উমাধনে, কেন দিলে হেন জনে,
রাম কয় ভেব না মনে, হর যে ত্রিপুরেশ্বর॥১৪৯॥

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

কি হেরিলাম গিরিরাজ! আজি নিশিতে স্বপনে।
যেন কাঁদে উমা বসি শিয়রে দুঃখিতমনে।
বলে মা আমায় কাতরে, সঁপিয়ে ভিখারী করে,
কেমনে ধৈরজ ধ'রে, র'য়েছ সুখে ভবনে।
কি বলিব মা আমার, সে দুখকাহিনী আর,
হেন দুখ্ কি আছে কার, যে দুঃখ সহি জীবনে।—
অন্ন বিনে ভিখারিণী, বস্ত্র বিনে উলঙ্গিনী,
বাস বিনে শ্মশানবাসিনী থাকি সদা পতি সনে।
লোকমুখে যা শুনিলাম, স্বপনেতে তাই হেরিলাম,
না বুঝিয়ে কেন দিলাম, হেন বরে উমাধনে;—
রাম কয় মা না বিচারি, কাঙ্গাল ভাব ত্রিপুরারি,
তব কন্যা কাশীশ্বরী, অন্ন যোগান জগজ্জনে॥১৫০॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

হে পাষাণী ধৈর্য্য ধর।
অমূলক স্বপ্ন হেরি কেন ভাবিত-অন্তর।
ধনহীন ভাব পুরারি, ধনেশ যাঁর আজ্ঞাকারী,
দারিদ্র-দুঃখাপহারী, অশেষ-কলুষহর।
রাম কয় ভবনে যাঁর, অন্নপূর্ণা মা আমার,
অন্নাভাব ভাব তাঁর, এ বড় আশ্চর্য্য কর ॥ ১৫৫ ॥

রাগিণী বাহার—তাল যৎ

ভে'স না পাষাণী আর নয়নের নীরে।
ওগো, আনি কুলপুরোহিতে সাধ ভবানীরে।
ল'য়ে সচন্দন বিল্বদল জাহ্নবীর নীরে ॥
ডাকিয়ে পুরসুন্দরী কুলের প্রধান,
সুমঙ্গল আচরণের কর সুবিধান,—
গৃহে, পাইবে ভববন্দিনী সেই নন্দিনীরে,
হবে জনম সফল হেরি ভব-জননীরে।
চলিনু গিরিশপুরে ত্বরিতগমনে,
বিবিধ কুসুমাসারে একান্তে সুমনে,—
আমি, সযতনে তুষ্ট করি শূলপাণিরে,
ত্বরায়, আনিব ভবনে তব প্রাণ ঈশানীরে।
রামচন্দ্র বলে আশা পূরিবে তোমার,
হেরিবে নয়নভরি বদন উমার ;—
গিরি, আনিয়ে ভবসুন্দরী দুঃখ-বারিণীরে,
এই, ধরাতে করিবে ধন্য সকল প্রাণীরে ॥ ১৫৬ ॥

রাগিণী মূলতান—তালআড়া।

চলিলাম হে পাষাণী, আনিতে প্রাণ ঈশানীরে।
ধরা-শয্যা পরিহর ভে'স না নয়ননীরে।
শুন আমার বারণ, করি শোক-সম্বরণ,
কর মঙ্গলাচরণ, ডেকে পুর-রমণীরে।
কর ডাকি পুরোহিত, চণ্ডীপাঠের বিহিত,
অবশ্য হইবে হিত, নিরখিবে নন্দিনীরে।
বলে রাম অভাজন, বিলম্বে নাই প্রয়োজন,
কর শীঘ্র আয়োজন, তুষিবারে ভবানীরে ॥ ১৫৭ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

দয়াময় হে শঙ্কর।
ওহে আশুতোষ, দীনে আশুতোষ,
রাখ হে সুযশঃ দেব-গঙ্গাধর।
হর দুঃখ গুণমণি শূলপাণি,
উমারে না হেরে বাঁচে না পাষাণী,
ক'রও না নিরাশ, ওহে কৃত্তিবাস,
পূরাও অভিলাষ, এই মিনতি ধর।
প্রসন্ন হইয়ে দেহ অনুমতি, যাইতে উমারে আমার বসতি,
না হবে অন্যথা, তিন দিন তথা,
রাখিব যতনে হর ;—
চতুর্থ দিবস ওহে পঞ্চানন,
আসিবেন কৈলাসে না হবে লঙ্ঘন,
রামচন্দ্র কয়, বিলম্ব না সয়,
ব্যাকুল অতিশয়, পাষাণী অন্তর ॥১৫৮॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেম্‌টা।

হে দেব ত্রিলোচন।
প্রভু অন্ধকারি সৃষ্টিলয়কারী,
ক'রেছেন তোমায় বেদে নির্ব্বাচন।
পশুপতি এই ভিক্ষা হে সম্প্রতি,
পূরাও সাধ কৃপা করি গিরির প্রতি,
আশু দুঃখহারী, কৈলাস-বিহারী,
আশুতোষ আমায় না করি বঞ্চন।
দেহ অনুমতি তিন দিনের তরে,
উমায় মম বাসে যেতে হৃষ্টান্তরে,
পড়ি ধরাসনে, রাণী অনশনে,
করিছে অশ্রু মোচন ;—
যে দিন হ'তে আসা কৈলাসে উমার,
সে দিন হ'তে আঁধার পুরী যে আমার,
এ দুঃখ না সহে, এ দুঃখ নাশ হে,
বলে রাম পূর্ণ কর আকিঞ্চন ॥ ১৫৯ ॥

রাগিণী বারোঞা—তাল ঠুংরী।

হেন কঠিন বচন।
ব'ল না আমারে গিরি করি নিবারণ।
প্রাণ চাও তা দিতে পারি, উমারে পাঠাতে নারি,
যাঁর অদর্শনে হেরি, শূন্য ত্রিভুবন।
ভোলার সম্বল বল, তব তনয়া কেবল,
রাম কয় কর সফল, গিরির মনন ॥ ১৬০ ॥

রাগিণী ঝিঝিটীখাম্বাজ—তাল আড়া।

কেমনে পাঠা'ব গিরি থাকিতে প্রাণ গিরিজায়।
তিলেক অদর্শনে যার, ভাবি কত যুগ ব'য়ে যায়।
তারা যে তনয়া তোমার, নয়নেরই তারা আমার,
হারা'য়েছিলাম একবার, দক্ষালয়ে দিয়ে বিদায়।
ক'রেছি তায় বহু রোদন, নানা স্থানে করি ভ্রমণ,
পেয়েছি শেষে উমাধন, বহু তপস্থায় ;—
উমা ছাড়া কি চাও বল, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষফল,
প্রদানিব সে সকল, এখনি আমি হে তোমায়।
দেখ আমি হই সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী,
তবু বলাই গৃহবাসী, উমারি কৃপায় ;—
হ'য়ে আমি সর্ব্বত্যাগী, তোমার তনয়া লাগি,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি, পড়িয়ে সংসারজ্বালায়।
বিত্তাহীন যেন নর, বারিহীন সরোবর,
মনুষ্যশূন্য নগর প্রাণহীন কায় ;—
বস্ত্রহীন যেন বেশ, রাজ্যহীন যেন নরেশ,
উমা-বিহনে মহেশ, তেমতি শোভা নাহি পায়।
তাই বলি গিরিবর, এ বাসনা পরিহর,
শঙ্করেরে রক্ষা কর, এ বিষম দায় ;—
করিছে রাম এই নিবেদন, শুন হে দেব পঞ্চ-বদন,
পাঠাও তিনদিনের মতন, ভবভাবিনীরে ধরায় ॥১৬১॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

ওহে মৃত্যুঞ্জয়!
(দেব) আশুতোষ আশুতোষ দয়াময়!
(করি) শ্রীপদে মিনতি, দেহ অনুমতি,
যাইতে সম্প্রতি জনক-আলয়।
শুনিলাম মাতা মম অদর্শনে,
কাঁদিছেন নিয়ত থাকি অনশনে,
(কেবল) ধরাশয়নে;—
(হবে) না গেলে একান্ত, মায়ের প্রাণান্ত,
যেতে দাও হে কান্ত, আমায় দিনত্রয়।
সপ্তমী অষ্টমী নবমী তথায়,
থাকিয়া হে নাথ তুষিব মাতায়,
(শেষে) লইয়ে বিদায়,—
(আমি) দশমী বাসরে, কৈলাস-শিখরে,
আসিব সত্বরে, জানিও নিশ্চয়।
এসেছেন পিতা আমারে লইতে,
এই দেখ দাঁড়ায়ে নিরানন্দ চিতে,
(ভব) তব সাক্ষাতে,—
(এই) রামের অভিলাষ, ওহে কৃত্তিবাস,
পূরাও উমার আশ, হইয়ে সদয়॥১৬২॥

রাগিণী আলাহিয়া তাল—আড়া।

আমি এই ভিক্ষা করি।
যেও না গিরিভবনে ত্রিভুবনেশ্বরী।
অনুগত এই শিবে, বঞ্চনা ক'র না শিবে,
তোমা বিনে কে তুষিবে, হেরিব কায় নয়ন ভরি।
একে ত আমি সন্ন্যাসী, তোমায় হ'য়ে অভিলাষী
হইয়াছি গৃহবাসী, ওগো বিশ্বোদরী ;—
ঐশ্বর্য্য দিয়ে বিসর্জ্জন, সার ক'রেছি তোমা ধন,
কেমনে হবে অদর্শন, দয়া পরিহরি ॥
তুমি আমার জীবন, বহু সাধনের ধন,
সদা তাই করি যতন, হৃদয়েতে ধরি ;—
বাঁধিয়ে বুক পাষাণে, ত্যজিতে চাহ ঈশানে,
বারেক চাও আমার পানে, ওগো ক্ষেমঙ্করী ॥
তুমি অন্নপূর্ণা সতী, আমি হই ভিক্ষুকপতি,
তাহে জরাজীর্ণ অতি, হ'য়েছি শঙ্করী ;—
তোমা বিনে এ ভোলার, শূন্য হবে এ সংসার,
হেরিব নয়নে আর দিবসে শর্ব্বরী ॥
রামচন্দ্রের এই মিনতি, দিনত্রয় পশুপতি,
থাক হ'য়ে স্থিরমতি, অধৈর্য্য সম্বরি ;—
মার মায়াতে কাতর, দয়াময়ীর অন্তর,
যেতে আজ্ঞা দাও সত্বর, করুণা বিতরি ॥ ১৬৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

যাই তবে প্রাণেশ্বর জনকভবন।
অনুমতি কর আমায় হইয়ে প্রফুল্লবদন ॥
ধ'রেছ নাম আশুতোষ, আমারে আশু সন্তোষ,
লোকে রটিবে অযশ, যদি মা ত্যজেন জীবন ॥
শুনি, মা ব্যাকুল অতি, সেই জন্য, পশুপতি,
যেতে পিতার বসতি, ক'রেছি মনন ,—
তা'না হ'লে কি সম্ভব, লঙ্ঘি আমি বাক্য তব,
বারম্বার করি হে ভব, বিরক্ত তোমারে এমন ॥
ডুবেছে ভ্রাতা সাগরে, মায়েরে মা বলিবারে,
আমা বিনে ত্রিসংসারে, নাহি অন্য জন ,—
করে রাম এই মিনতি, আসিবে মা শীঘ্রগতি,
রহিলেন চিন্তিত মতি, কৈলাসে দেব ত্রিলোচন ॥১৬৪॥

রাগিণী তোড়ী—তাল আড়া।

যদি যাইবে নিশ্চয়।
দে'খ যেন ভোলায় তারা হ'ও না নিদয়।
কঠিন তোমার চিত, তাই হই সঙ্কুচিত,
একবার ক'রেছ বঞ্চিত, গিয়ে দক্ষালয়।
রাখিও দয়া সতত, এ শিব শরণাগত,
বিপদনীরে না যেমত, ডুবে মৃত্যুঞ্জয়,—
রামচন্দ্র বলে হর, কেন ব্যথিত অন্তর,
হ'বেন জননী সত্বর, কৈলাসে উদয় ॥ ১৬৫ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

দিনে দিনে দিন গত।
কেন আমার প্রাণের উমায় গৃহে হেরি অনাগত।
কবে এসে দুঃখিনীরে, ভাসাইবে সুখনীরে,
না হেরে প্রাণ ঈশানীরে, জীবন হয় বহির্গত।
ভাবিতেছি অনুক্ষণ, উপায় কি করি এখন,
যে দিকে করি ঈক্ষণ, শূন্যময় হেরি জগত।
বলে রাম সবিনয়ে, হেরিবে উমা তনয়ে,
সুখী হবে কোলে ল'য়ে, ভেব না সময়াগত ॥১৬৬॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

আর কেন কাঁদিছ রাণী পতিত হ'য়ে ধরাসনে।
ঐ তব তনয়া উমা এল হের মা অঙ্গনে।
ত্যজ মা চক্ষের জল, গা তোল, বাঁধ কুন্তল,
কর বিধি-সুমঙ্গল, ডাকি পুরনারীগণে।
ঐ দেখ জগজ্জননী, সঘনে করি মা মা ধ্বনি,
আসে তব নিকটে রাণী, পড়িয়ে মায়াবন্ধনে ;—
ধরাধর-মহিষী ত্বরায়, ধর কোলে জীবন তারায়,
চুমি তার বদন-চন্দ্রমায়, সুশীতল কর জীবনে।
খাওয়াইয়ে ক্ষীর সর, বাসনা সফল কর,
দিয়ে নানা অলঙ্কার, ভূষিত কর যতনে ,—
রাম কহে মা গিরিদারা, যাঁর জন্য কাঁদিয়ে সারা,
আর যেন ক'র না হারা, পেয়ে ঐ সাধনের ধনে ॥১৬৭॥

রাগিণী যোগিঞা—তাল কাওয়ালী।

ত্বরায় আয় মা উমা আমার কোলে।
চুম্বন করি মা তোর বদন-কমলে।
করি অঙ্গ পরশন, শীতল করি জীবন,
এখনও বিচ্ছেদানল জ্বলে।
হারাইয়ে তোমা ধনে, যে কষ্টে ছিলাম ভবনে
কার সাধ্য একমুখে বলে ;—
বল মা মুখে মা-মা বাণী, সে বাণী শুনি ভবানী,
তৃপ্ত করি শ্রবণযুগলে।
খাইয়ে মা ক্ষীরসর, বাসনা পূরাও সত্বর,
সাজাই ভূষণে কুতূহলে ;—
রামচন্দ্রের এই নিবেদন, অন্য ভূষায় নাই প্রয়োজন,
সাজাও কেবল জবা-বিল্বদলে ॥ ১৬৮ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়খেমটা।

মা শঙ্করী, মায়ের মায়া পরিহরি, এতদিন ছিলে কেমনে।
আমায় বল মা হররমা, প্রাণসম উমা,
মা ব'লে হ'ত মা স্মরণ কি মনে।
যখন করিলে গমন, শিবের ভবন,
ব'লে তখন কত প্রবোধ বচনে ;—
তুমি কেঁদ না মা আর, আসিব আবার,
তুষিব তোমায় মা ব'লে বদনে ;
এখন রামচন্দ্র বলে, গত কথা ভুলে,
উমায় ল'য়ে কোলে, খাওয়াও মা যতনে ॥১৬৯॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

বল মা উমা হররমা একি আচরণ।
এত দিন মায়েরে মনে ভুলেছিলি মা কি কারণ।
তব রূপ অদর্শনে, সদা প'ড়ে ধরাসনে,
কাঁদিতাম অনশনে, না হ'ত অশ্রু সম্বরণ॥
দয়াময়ী তারা তোরে বলে সর্ব্বজন,
জননীর প্রতি কেন দয়া-বিসর্জ্জন,—
ওমা অগতির গতি, চেয়ে দেখ মায়ের দুর্গতি,
এতক্ষণে হ'ত গতি, লইতে শমনের শরণ।
বলে রাম কেন নিন্দ উমায় পাষাণী;
পিতৃমাতৃদোষে কঠিন হ'লেন ঈশানী,—
তা না হ'লে এ মহীতে, হ'ত কি দুঃখ সহিতে,
দিতেন মা সুতের হিতে, স্মরণে অভয় চরণ॥১৭০॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কেমন সুখেতে ছিলে বল মা শিবের ঘরে।
যতন করেন কত হর তোমায় সমাদরে।
শুনি নাকি ত্রিলোচন, করেন শ্মশানে ভ্রমণ,
ভুজঙ্গ ভস্মভূষণ, কটী আঁটা বাঘাম্বরে।
সত্য কি থাক কৈলাসে, অন্ন বিনে উপবাসে,
ফিরি হর বাসে বাসে, আনেন অন্ন ভিক্ষা ক'রে,—
গঙ্গা সপত্নীরে তব, শিরে নাকি রাখেন ভব,
রাম কয় বল মা সব, প্রকাশি মায়ে সত্বরে॥১৭১॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

কি কব মুখে, আছি মা যে সুখে, সদা শিবের ঘরে।
না জানি দিবাযামিনী কখন যাতায়াত করে।
ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁর কৈলাসে,কেন বা যান ভিক্ষার আশে,সবার বাসে
না জেনে, অজ্ঞানে ভাষে ভিক্ষাজীবী ব'লে হরে।
পরেন বটে বাঘাম্বর, ভস্মভূষা কলেবর, সে গঙ্গাধর ;—
তথাপি সুরনিকর, রাম কয় প্রণতি করে ॥১৭২॥

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

ওমা ঈশানী, হ'য়ে পাষাণী, অভাগিনী পাষাণীরে।
বল কেমনে মা তুই মনে, ভুলেছিলি ভবানীরে!
না হেরে তব বদনশশী ওমা শশি-শেখর-রাণী,
কি বর্ণিব সদা দুঃখ বহ্নিতে দহে পরাণি,
ধরাসনে অনশনে ভাসিতাম আঁখিনীরে।
বিবিধ বেদবিদাম্বর, আনিয়ে কত দ্বিজবর,
আরাধিনু দিগম্বর, ত্রিপথগামিনী নীরে ;—
পাঠাই শেষে গিরিবরে গিরিবরে গিরিশ-পুরে,
ত্রিপুর-অরিসদনে, শুন গোমা ত্রিপুরে,
নাশিতে তব জননী-দুঃখ আনিতে ভবজননীরে।
না হেরিলে তোরে ভবনে, ত্যজিতাম প্রাণ জীবনে,
হ'ত না শুন্‌তে জীবনে, ও মুখে আর মা বাণী রে,—
রামচন্দ্র বলে পাষাণী, উমা পাষাণ-নন্দিনী,
তা'রই জন্য কঠিন এত তারা ত্রিলোক-বন্দিনী,
ডাকিলে আশু না পায় দেখা আশুতোষ-মোহিনীরে ॥১৭৩॥

রাগিণী আলাহিয়া—তাল ঝাঁপতাল।

হৈমবতী কোলে কিবা হেরম্ব শোভা করে।
চন্দ্রকান্তমণি যেন বিরাজে হেম গিরিবরে।
চরণে বাল-প্রভাকর, হ'য়েছে অতি প্রভাকর,
বিতরিছে সুধাকর, কর সুচারু নখরে।
পূর্ণব্রহ্ম গণপতি, পূর্ণব্রহ্মময়ী সতী
সদয় হ'য়ে ভক্তের প্রতি, উদয় ধরা'পরে ;—
নিরখি পদকমল, বাসনা কর সফল,
মুখে জয় দুর্গা বল, ভু'ল না রাম অন্তরে ॥১৭৪॥

রাগিণী ললিত—তাল সাওয়ারী।

কি আনন্দ গিরিপুরে মঙ্গলার আগমনে।
করিছে মঙ্গলধ্বনি মিলি পুরবাসিগণে।
ভূধরেতে উমাশশী, শরতে উদয় আসি,
হেরিছে আকাশবাসী, অবিরত সুখী মনে।
নৃত্য গীত মহোৎসব, হ'তেছে চৌদিকে সব,
করেন স্বর্গে বাসব, দুন্দুভি বাদ্য সঘনে।
সুসজ্জিত বিভাবরী, চন্দ্রিকা বসন পরি,
শিশির-প্রেমাশ্রুবারি ফেলিতেছে দুনয়নে।
হেরি উমা-শশধর, প্রফুল্ল মন-চকোর,
চেয়ে আছে নিরন্তর, ঐ রূপ দরশনে।
কৃপা-কটাক্ষ সম্প্রতি, কর মা দাসের প্রতি,
রামচন্দ্রের এই মিনতি, আনন্দময়ীর চরণে ॥১৭৫॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

আহা কিবা অপরূপ রূপ কর দরশন।
হেমাঙ্গিনী ত্রিনয়নী ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থান।
শিরে যুক্ত জটাজূট, আর রতন মুকুট,
অর্দ্ধ সুধাকর ভালে করিছে অতি শোভন।
সিংহেতে অবলম্বন, মার দক্ষিণ চরণ,
কিঞ্চিদূর্দ্ধ বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষ'পরি স্থাপন ;—
শিরশ্ছেদে ভয়ঙ্কর, বিনির্গত মহাবীর,
ধরি অর্দ্ধেক শরীর, অসিচর্ম্মপ্রহরণ।
বাম করেতে শঙ্করী; দৈত্যের কুন্তল ধরি,
ভুজঙ্গপাশেতে তার ক'রেছেন অঙ্গবেষ্টন ;—
চর্ম্মঘণ্টা শরাসন, আর অঙ্কুশ ধারণ,
দক্ষিণ করেতে খড়্গ. শঙ্খ, চক্র, তীক্ষ্ণ বাণ।
শূলে ভিন্ন দৈত্যহৃদি, শোণিতে বহিছে নদী,
ঈষৎ ভীষণ ভাব, কটাক্ষেতে দরশন ;—
সব্যে লক্ষ্মী গণপতি, বামে গুহ সরস্বতী,
উর্দ্ধভাগে পশুপতি, সঙ্গে লইয়ে স্বগণ।
নৃত্য গীত-মহোৎসবে, মত্ত ধরাবাসী সবে,
যার যেরূপ সম্ভবে, করিছে মার পূজন ;—
আকাশে দেবনিকর, করেন স্তুতি যুড়ি কর,
নিরখি রামচন্দ্রের, সফল হ'ল জীবন ॥ ১৭৬ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তেওরা।

কিবা অপরূপ সাজে শিবানী, ভবানী,
ভব-সীমন্তিনী, নগেশ-নন্দিনী,
সুরেশ-বন্দিনী, শমন-বারিণী।
জটাজূট শিরে অর্দ্ধ নিশামণি, ত্রিনয়না পূর্ণ-শশাঙ্ক-বদনী,
অতসী-কাঞ্চন জিনি সুবরণী, জগতমোহিনী সুচারু-লোচনী
নবীন-যৌবনাখিলভূষাধরা, সুদশনা পীনোন্নতপয়োধরা,
ত্রিভঙ্গী মহিষাসুরপ্রাণহরা, দশবাহু-শোভিনী ;—
ত্রিশূল খড়্গ চক্র বাণ শক্তি, ক্রমে বামেতর করে ধরেন শক্তি
খেটক পূর্ণ চাপ পাশাঙ্কুশ, ঘণ্টা বামকরে ক্রমশ ধারিণী।
অধোভাগে শোভে মহিষ বিশির, শিরশ্ছেদোদ্ভব অসিচর্ম্মকর,
হৃদি শূলাঘাতে অতি ভয়ঙ্কর, দিশেদনুজমণি ;—
শোণিতে রঞ্জিত তনু রক্তেক্ষণ, ভ্রূকুটিভীষণ বদনে বেষ্টন,
করি’পাশে বাম করেতে ধারণ, কুন্তল সহিত মহেশমোহিনী।
মহা ভয়ঙ্কর কেশরী উপরে, দক্ষিণ চরণ আছে সমভরে,
কিঞ্চিদূর্দ্ধ বামাঙ্গুষ্ঠ কোপভরে, মহিষে অর্পিণী ;—
দক্ষিণভাগেতে রমা গণপতি, বামে ষড়ানন জ্ঞানদা ভারতী
চৌষট্টিযোগিনী নায়িকাসংহতি, পরিবৃতা আছেন দেবী কাত্যায়নী।
প্রসন্নবদনা ক্ষৌমাম্বরধরা, অমর-পূজিতা হর-মনোহরা,
ভব নিস্তারিণী অরিভয়হরা, দুরিত-বারিণী ;—
শরতে সারদা নিস্তারিতে নরে, অবতীর্ণা আসি এই ধরা’পরে
নানা উপহারে সবে পূজা করে, রামচন্দ্র হেরি জুড়া’ল পরাণি

———

॥১৭৭॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

কি সুখের দিন, কর নিরীক্ষণ,
স্বগণ সহিত বিরাজেন ভবানী।
চরণ-নখরে, সুধাংশু বিহরে,
পদতলে শোভে নব দিনমণি।
করি-অরি'পরে দক্ষিণচরণ,
বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষেতে সমর্পণ,
বেষ্টিত অসুরে নাগপাশে করে
ধরেন হরমোহিনী ;—
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা নবীনযৌবনা,
নানাবিধ মণিরত্ন-বিভূষণা,
পীনোন্নতপয়োধরা সুবসনা,
বিবিধ আয়ুধ-করসুশোভিনী ॥
সম্পূর্ণ-শশাঙ্কনিন্দিতবদনী,
অখিলবন্দিতা চারু ত্রিলোচনী,
জটাজূট শিরে, অর্দ্ধেন্দুশেখরে,
তপ্ত হেমবরণী ;—
সুপ্রসন্না দেবী ত্রিদশবন্দিনী,
সুরেশ-অর্চ্চিতা নগেশ-নন্দিনী,
কৃতান্তবারিণী, মহিষমর্দ্দিনী,
রামচন্দ্রের ভব-তৃষানিবারিণী ॥১৭৮॥

রাগিণী যোগিঞা ভৈরোঁ—তাল কাওয়ালী।

বল বদনে জয়দুর্গা বাণী।
জয় সঙ্কটহরা তারা শম্ভুমোহিনী।
লইতে ভক্তের পূজা, হইয়ে মা দশভুজা অপরূপ মহিষমর্দ্দিনী,
নির্ম্মল শরৎকালে, অবতীর্ণা মহীতলে, ভবারাধ্যা ভবের জননী ॥
সিংহেতে দক্ষিণ পদ, জিনি জবা কোকনদ, বামপদ মহিষে অর্পিণী
ছিন্নশির মহিষের স্কন্ধে অর্দ্ধ কলেবর, নিষ্ক্রান্ত অসুরে বদ্ধ ফণী,
চাহিয়ে কোপকটাক্ষে হানিছেন শেল বক্ষে, দৈত্যকেশধরা বামপাণি ॥
কেশরী করালগ্রাসে, দানবের করগ্রাসে, ভাসিতেছে শোণিতে ধরণী,
দশায়ুধ দশকরে, আহা কিবা শোভা করে, কপালেতে অর্দ্ধনিশামণি,
শিরেতে জটালম্বিত, মুকুট মণিখচিত, দিব্য পট্ট অম্বরধারিণী ॥
দক্ষিণে জলধিসুতা, গণপতি সিদ্ধিদাতা বামে ষড়ানন বীণাপাণি,
দাঁড়ায়েছেন ত্রিভঙ্গে, নায়িকাগণের সঙ্গে, ল'য়ে রঙ্গে চৌষট্টিযোগিনী,
কিবা মূর্ত্তি অনুপমা, বর্ণনে নাহিক সীমা, আলোকিত রূপেতে অবনী।
ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ, করিছে মার পূজন, রাশিরাশি নৈবেদ্যাদি আনি,
কেহ শুধু বিল্বদলে, পূজে চরণকমলে, আপনারে মন্দভাগ্য মানি,
কেহ মানসোপচারে, অর্চ্চনা করিছে মারে, সুখী জগতের যত প্রাণী।
ভক্তিভাবে মার স্তব, করিছে অমর সব, আর নাগ যোগী ঋষি মুনি,
নাচিছে কিন্নরীগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন, সঘনে দুন্দুভি হয় ধ্বনি,
রামচন্দ্র যেন ভবে, পূজা করি ভক্তিভাবে, পায় রাঙ্গা চরণদুখানি
॥১৭৯॥

রাগিণী মূলতান—তাল ঢিমা তেতালা।

ওহে প্রাণনাথ! উমা কেন হ'ল বিবরণ।
অকস্মাৎ কি কারণ, শুকা'ল মার চন্দ্রানন,
হেরি' দহিছে মম জীবন॥
সপ্তমী-অষ্টমী-নিশি, আনন্দেতে উমাশশী,
ছিল ক'রে উজ্জ্বল ভবন;—
কেন এ নবমী-নিশি, ক্রূর রাহুরূপে আসি,
গ্রাসিল মার শশাঙ্কবদন।
প্রভাত হ'লে শর্ব্বরী, কৈলাসেতে ত্বরা করি,
ল'য়ে যাবেন দেব পঞ্চানন;—
রামচন্দ্র রায় কহে, তাই মা মায়ের মোহে,
হ'য়েছেন বিষাদিত-মন॥১৮০॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

নবমী-যামিনী নতি তোমার চরণে।
কল্পস্থায়ী হও আজি আমায় কৃপা বিতরণে।
তুমি ত প্রভাত হ'লে, উমা আমার যাবে চ'লে,
কে ডা'কবে আর মা মা ব'লে, মধুর বচনে;—
কেমনে ধরিব প্রাণ, উমায় না হেরি নয়নে।
আরাধনা করি কত, পেয়েছি তিন দিনের মত,
তিনদিন হ'লে যে গত, হারা'ব সে ধনে;—
সপ্তমী অষ্টমী গেছে বাকী তুমিই ত এক্ষণে।
খেপা জামাতা আমার, রাখিবে না বাক্য কার,
করি' গৃহ অন্ধকার, ল'বে উমাধনে;—
পূর্ণ না হবে রামের, মনসাধ রবে মনে॥১৮১॥

রাগিণী লাচাসাগ তাল ঝাঁপতাল।

পোহা'ল কালনবমী বল জয়া করি কি উপায়।
এখনি ত ত্রিলোচন, ল'য়ে যাবেন উমাধন,
থাকিতে দেহে জীবন, কেমনে দিব বিদায়।
বৎসরান্তে নানামত, করি আরাধনা কত,
তিন দিবসের মত, পেয়েছিলাম যে উমায়।
কার মুখ দরশনে, রহিব পাপ-ভবনে,
কে আর মা সম্বোধনে, তুষিবে বল আমায়।
একে খেপা শূলপাণি, না রাখিবে মম বাণী,
পার ত রাখ ভবানী, হরে বুঝা'য়ে ত্বরায়।
করে রাম নিবেদন, আনিয়াছ করি পণ,
নবমী ক'রে যাপন, কৈলাসে পাঠা'বে মায় ॥১৮২॥

রাগিণী বারোঞা—তাল ঠুংরী।

এখন হই মা বিদায়।
চিন্তা ত্যজ ভেসোনা আর নয়নধারায়।
করিবেন শিব শিব, শরতে পুন আসিব,
কোলে বসিব তুষিব, মা ব'লে তোমায়।
গমনেতে পশুপতি, করিছেন ত্বরা অতি,
যেতে দেহ অনুমতি, কৈলাসে আমায়।
ল'য়ে গুহ লম্বোদর, হ'য়েছেন নাথ অগ্রসর,
ওমা দরশন কর, ঐ আঙ্গিনায়।
রাম কয় ত্রিলোচন, হ'বেন অসন্তুষ্ট মন,
কেন কর বিলম্বন, মোহিয়ে মায়ায় ॥১৮৩॥

রাগণা বেহাগ—তাল যৎ।

প্রাণেশ্বরী গৌরী ল'য়ে হর চ'লে যায়।
ভবের চরণ ধ'রে নাথ ফিরাও গে বাছায়।
বৎসরান্তে আরাধনে, পেয়েছিলাম উমাধনে,
বিদরে হৃদয় আজি দিয়ে হে বিদায়।
এসে তিন দিনের তরে, মার সরল অন্তরে,
বিচ্ছেদাগ্নি জ্বেলে দিয়ে গেল মা কোথায়।
ব'লে গেল মা শিবানী, আমারে প্রবোধ বাণী,
কেঁদ না মা আস্‌ব পুন, আনিলে আমায়।
সত্য কি বাছা আসিবে, মা ব'লে মা সম্ভাষিবে,
ধৈর্য্য নাহি যায় ধরা প্রবোধ আশায়।
রাম কয় শুন পাষাণী, হেরিবে আবার ঈশানী,
বৎসরান্তে শরতেতে অবশ্য ধরায় ॥১৮৪॥

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়খেম্‌টা।

আজ নিরানন্দ ত্রিভুবন।
জগতজননী, মহেশ-মোহিনী, বহু সাধনের ধন,
দুঃখ-পারাবারে, ভাসায়ে সবারে, কৈলেন কৈলাসে গমন।
আনন্দময়ীরে পেয়ে দিনত্রয়,
আনন্দিত হ'য়ে লোক সমুদয়,
নানা উপহারে, ভক্তিসহকারে, পূজিল মার চরণ।
এবে গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব,
মায়ের গমনে হইল নীরব,
পূজি মার পায়, রামচন্দ্রের হায়, না পূরিল আকিঞ্চন ॥১৮৫॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কিবা শোভিছে কৈলাসশিখরে।
মরি, হরগৌরী হ'য়ে একাঙ্গে মিলিত,
অতি অপরূপ নয়নে হের রে ॥
আধ অঙ্গ জিনি রজত বরণ,
আধ অঙ্গ-আভা তপত কাঞ্চন,
আধ চর্ম্মাম্বর, আধ ক্ষৌমাম্বর,
রূপের কিরণে অন্ধকার হরে।
আধ বক্ষঃস্থলে দুলে অস্থিমালা,
আধ হৃদে মণি হার উজালা,
আধ কণ্ঠে রাজে কালকূট কালা,
আধই অমিয় মধুরিমা ধরে—
আধই শরীরে বিভূতিলেপন,
আধ কলেবরে কস্তুরী চন্দন,
শোভে আধভালে, কিবা হরিতালে,
সিন্দূরের বিন্দু আধ ভাল' পঁরে ॥
এক করে শোভে ভুজঙ্গভূষণ,
এক করে শোভে রতনকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতূরা ভক্ষণ,
তাম্বূলের রাগ আধই অধরে ;—
ঢুলু ঢুলু করে সার্দ্ধ নয়ন,
অঞ্জন-রঞ্জিত সার্দ্ধ লোচন,
অর্দ্ধ জটাধারী, অর্দ্ধ সুকবরী
রামচন্দ্র হেরি প্রফুল্ল অন্তরে ॥১৮৬॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

জয় শ্রী নারায়ণ !
হে মু রা রি হরি, গোলোকবিহারী,
দয়া ম য় দেব জগতকারণ।
তব চ রণেতে সদা রাখি মতি,
সুরে ন্দ্র হ'য়েছেন অমরাধিপতি,
ভাবে রা ত্রি দিন যে তোমায় শ্রীপতি,
ধরা য় ধন্য সেই সার্থক জীবন।
এসে গ দাধর ! ভবে নিরাশ্রয়,
অসা ড় এ অঙ্গ, পেয়ে কালভয়,
এ স ম য় আমায়, হও হে সদয়,
হে ম নো হারী বামন ;—
দুঃখ হ র মম শ্রীমধুসূদন,
শ্রীচ র ণ দাসে করি বিতরণ,
যেন পু ন ভবে না হয় জনন,
ওহে র মাপতি পতিতপাবন ॥১৮৭॥